ওঁ

উৎসর্গ।

সন্তোষ কুমার,—

তোমার অমল স্মৃতিতে 'কায়স্থ কুমার' পুস্তিকা উৎসর্গ করিলাম। এই জন্য যে, জাতীয় পরিচয় শুনিয়া তুমি একদিন বলিয়াছিলে, 'বাবা! আমিও পৈতা নেব।' তুমি কৌমারেই পরপারে চলিয়া গিয়াছ, নতুবা তোমার ইচ্ছা—বালকের কৌতুহলী ইচ্ছা হইলেও—বোধ হয় সফল হইত। তোমার প্রয়াণ বাসর অশোকাষ্টমী আমাকে স্মরণ করাইয়াছিল, তুমি 'অশোচ্য',—তাই তোমার জন্য শোক করি নাই, এখনও করি না। তবে যদি এই পুস্তক দ্বারা একটী কুমারও সংস্কার সম্পন্ন হয়,—আমি মনে করিব তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ করিলাম।

কায়স্থ কুমারগণের সুপ্ত চেতনা জাগিয়া উঠুক, তাহাদের জীবন-প্রভাত সাবিত্রীর অরুণ রাগে কুল-ললাট হইতে কলঙ্ক-কালিমা চিরতরে মুছিয়া ফেলুক,—আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

কলিকাতা।
১লা আশ্বিন,
সন ১৩৩২ সাল

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

ভূমিকা।

১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসে মেদিনীপুরে "কায়স্থ সমাজ" এর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সভাপতি চন্দ্রদ্বীপের রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্ম্মা বাহাদুরের যে অভিভাষণ পঠিত হয়, তাহার এক স্থানে এই কয়টী সারগর্ভ কথা আছে :—

"বঙ্গের কায়স্থ জাতি অবিসংবাদিত রূপে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণিত হইলেও আমাদের সুকুমার মতি বালকেরা কিরূপ শিক্ষা পাইলে আমাদের অভাব বস্তু—(যাহার জন্ম আমরা আজ ক্ষত্রিয়ত্বের ব্যবস্থার জন্ম পূজনীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারস্থ)—সেই অভাব বস্তুটী পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহাই চিন্তনীয়। * * * আমাদের বালকদিগকেও ঐরূপ শিক্ষা দিতে হইবে,—অর্থাৎ যখন বিদ্যালয়ে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিবে, সেই সঙ্গে ক্ষাত্রবর্ণ বিহিত শিক্ষা এবং তৎসঙ্গে সদাচার ও ধর্ম্ম চর্য্যাও করিতে হইবে। নতুবা ভবিষ্যতে আমাদের উত্তর পুরুষদিগকেও আমাদের ন্যায় পথহারা হইয়া বেড়াইতে হইবে। আমাদের সম্পাদক মহাশয় এ

বিষয়ে যত্নশীল জানিতে পারিয়া আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।”

এই কয়টী কথায় আমার পূর্ব্ব চিন্তিত ও আরব্ধ বিষয়ের প্রতিধ্বনি পাইয়া উৎসাহিত হইলাম। সভাপতি মহাশয়ের উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁহার প্রস্তাবিত উপায়ও সমীচীন। তবে এই বর্ণোচিত সদাচার পালন ও ধর্ম্মচর্য্যার প্রথম সোপান আত্ম-পরিচয় জ্ঞান। বালকগণ বর্ত্তমানে সমাজের ভিত্তি এবং ভবিষ্যতে সমাজের কর্ণধার। তাহারা বর্ত্তমানে সুশিক্ষিত না হইলে ভবিষ্যতে সমাজের অভাব পূরণের আশা সুদূর পরাহত। আমি অনেক কায়স্থ বালককে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, তাহারা আত্ম পরিচয় জানে না। কি পরিতাপের বিষয়! আমি তাহাদিগকে সেই বিস্মৃত, উপেক্ষিত আত্ম পরিচয়ে পরিচিত করিবার জন্য,—তাহারা কি ছিল, কি হইয়াছে এবং কি এক্ষণ তাহাদের হইতে হইবে,—সেই কথা বুঝাইবার জন্য কথোপকথনচ্ছলে বিবৃত এই “কায়স্থ কুমার” গ্রন্থ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইহা দ্বারা যদি একটি কায়স্থ বালকের চিত্তেও জাতীয় গৌরবস্পর্দ্ধা উদ্বুদ্ধ হয়, একটী বালকও যদি সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারে, আমি শ্রম সফল জ্ঞান করিব। উদ্দেশ সাধনে এই ক্ষুদ্র পুস্তক কতদূর সহায়তা করিবে

বলিতে পারি না। তবে হয়ত ভবিষ্যতে যোগ্যতর লোক এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া আমাদের আশা ফলবতী করিবেন।

বলা বাহুল্য এ পুস্তক বালক শিক্ষার্থে রচিত, সুতরাং ইহাতে 'চুল—চেরা' তর্ক আনয়ন করা অনাবশ্যক। আজ পর্য্যন্ত বিচার ও অনুসন্ধান ফলে কায়স্থ সভা ও সমাজ কর্ত্তৃক যে সকল সত্য অবধারিত হইয়াছে, তাহারই কতক-গুলি ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে মাত্র। বিশেষতঃ বিচারের যুগ গিয়া এক্ষণে কার্য্যের যুগ আসিয়াছে। যাঁহাদের মনে সংশয় আছে তাঁহারা উক্ত সভা ও সমাজ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ সকল দেখিতে পারেন। বালক শিক্ষার পুস্তক বলিয়া আমি উহা সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা ভারাক্রান্ত করি নাই। যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণের উপর কায়স্থের ক্ষত্রিয় বর্ণতা স্থাপিত, তাহার মধ্যে কয়েকটী জিজ্ঞাসু পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য পরিশিষ্টে দিলাম।

আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে যথা সম্ভব ভাষা সরল করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তবে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইহাতেও শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। পিতা বা শিক্ষক আলোচ্য বিষয়ের মর্ম্মার্থ বুঝাইয়া দিয়া পুস্তকের উদ্দেশ্য সফল করি-বেন, আশা করি।

আমি ব্রাহ্মণকেও এই আলোচনার মধ্যে আনিয়াছি। কারণ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এই উভয় জাতি পরস্পরাপেক্ষী। একে অন্যকে ছাড়িতে পারেন না। তার পর, উদার-চিত্ত পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কিরূপ পক্ষপাতহীন, সত্যের মর্য্যাদা-রক্ষক ও আমাদের পূজ্য,—তাহাও বালকদের জানা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় দেব বর্ম্মা, বি, এ, লিখিত "কায়স্থ প্রদীপ" হইতে আমি অনেক সাহায্য পাইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহার নিকট এবং 'কায়স্থ সমাজ' পত্রিকার প্রবন্ধ লেখকদের নিকট, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী ও শ্রীযুত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ তত্ত্বভূষণ।

নিবেদন।*

অগ্রে নিজের একটা কথা বলিব। ক্ষমা করিবেন। কথাটা ব্যক্তিগত হইলেও আমার এই নিবেদনের সহিত উহার সম্বন্ধ আছে। আমি গত ১৩২৮ সালে আমার মাতৃদেবীর সহিত কয়েক মাস ৺কাশীধামে বাস করিয়াছিলাম। আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম, তথায় শ্রীশ্রী৺নারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং কয়েকটী বর্ষীয়সী ব্রাহ্মণকন্যাও বাস করিতেন। এক দিন মাতার ইচ্ছা হইল, পূজারী দ্বারা ৺নারায়ণের ভোগ দিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। তদনুযায়ী উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময় উঁহাদের মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণকন্যা বলিয়া উঠিলেন,—"শূদ্রের অন্নে ৺নারায়ণের ভোগ হয় না।' মাতা রোগজীর্ণা, শয্যাগতা, তাঁহার ৺কাশীলাভের তখন আর স্বল্প দিবসই অবশিষ্ট ছিল। ব্রাহ্মণঠাকুরাণীর ঐরূপ কথায় সেই মুমূর্ষু অশিতিপর বৃদ্ধার রক্তহীন দেহেও যেন শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইল। মাতৃদেবী তীব্রস্বরে কহিলেন,—"একি কথা! আমার বাড়ীতেও নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত আছেন। আমিই ত শত শত বার পূজারী দ্বারা

---

* "কায়স্থ সমাজ" মাসিকপত্রের ১৩২৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় মৎ-লিখিত "আমাদের কর্ত্তব্য' শীর্ষক প্রবন্ধ।—গ্রন্থকার।

নারায়ণকে পায়সান্ন ভোগ দিয়াছি। আর আপনি আজ এই কথা বলিলেন? **আমরা কি শূদ্র?"** জননীর সেই সরল, দৃঢ়, তেজোদৃপ্ত প্রতিবাদ হইতে আমার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইল, "আমরা কি শূদ্র?" আজ প্রত্যেক কায়স্থের হৃদয়ে বুঝি এই ধ্বনি জাগিয়া উঠিয়াছে,—"আমরা কি শূদ্র?"

"আপনি কি শূদ্র?" যদি আজ কোন কায়স্থ-সন্তানকে এই প্রশ্ন করা যায়, তবে নিশ্চিতই উত্তর পাইব,—"কখনই নয়। শূদ্র কেন হইব? আমি কায়স্থ।" ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে আজ কাল কায়স্থ মাত্রেই নিজের শূদ্র পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ করেন। অদ্যাপি যদি এমন কোন কায়স্থ থাকে যে আপনাকে শূদ্র বলিতে ঘৃণা বোধ করে না, তবে সে কৃপার পাত্র।

তুমি যদি শূদ্র না হইলে, তবে হে কায়স্থ! তুমি কি? তুমি কি বর্ণসঙ্কর? ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে নিতান্ত বিকৃতমস্তিষ্ক ভিন্ন কোন কায়স্থই আপনাকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া পরিচিত করিতে উৎসুক হইবে না।

কায়স্থ যদি শূদ্র না হইল, বর্ণসঙ্করও না হইল, তাহা হইলে তাহাকে অবশিষ্ট মূল ত্রৈবর্ণিকের মধ্যেই ফেলিতে হয়। অর্থাৎ হয় সে ব্রাহ্মণ, নয় ক্ষত্রিয়, নয় বৈশ্য হইবে।

কায়স্থগণের মধ্যে প্রায় সকলেই আজকাল আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্ভুক্ত কহিয়া থাকেন এবং ইহা শাস্ত্র যুক্তি-সম্মত বলিয়া স্বীকার্য্য! তবে কাহাকে কাহাকে যে এখনও বলিতে শুনা যায়,—'আমরা শূদ্র নহি, বর্ণসঙ্কর নহি, ক্ষত্রিয় নহি। কায়স্থ আমরা কায়স্থই"—ইহা একটা কথার কথা মাত্র। শাস্ত্রযুক্তিসিদ্ধ নহে বলিয়া ইহার বড় একটা মূল্য নাই। ইহা পরম্পরাগত সংস্কারবশে আত্মপরিচয় মাত্র।

বস্তুত: কায়স্থ যে আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ইহা ত অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কায়স্থ নিজের বর্ণোচিত স্থান যদি নিজে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হয়, তবে উহাই অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। কায়স্থের নিজের উক্তিতে প্রকাশ সে শূদ্র নহে, শূদ্র হইতে পারে না, শূদ্র থাকিতে পারে না। কায়স্থের নিজের উক্তিতেই প্রকাশ নানাবিধ বর্ণসঙ্করের মধ্যে সে কোনটাই নহে, কোনটাই হইতে পারে না, কোনটার মধ্যেই থাকিতে পারে না। অতএব তাহার নিজের উক্তিতেই প্রমাণিত হইতেছে সে আর্য্য ও দ্বিজ যে মূল তিনটি বর্ণ, তাহারই কোন একটা, ইহা নিঃসন্দেহ। নিজের উক্তির দ্বারা এতদূর অগ্রসর হইয়া সে যদি তাহার নিজের বর্ণোচিত

কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয়, তবে ইহাপেক্ষা অস্বাভাবিক কার্য্য আর কি হইতে পারে?

আজ যখন বুঝিতে পারিয়াছে সে দ্বিজবর্ণের অন্তর্গত, তবুও তাহাকে দ্বিজত্ব হইতে কে ভ্রষ্ট করিয়া রাখিয়াছে? আমি বলিব, তাহার নিজের কুসংস্কারই তাহাকে স্বীয় বর্ণোচিত দ্বিজত্ব হইতে ভ্রষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। অন্যের ইহাতে দোষ আছে বা নাই সে কথা ছাড়িয়া একবার বিচার করিয়া দেখিলে নিজের কুসংস্কারই, আর কর্ত্তব্যবিমুখতাই, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দায়ী। বৈষ্ণব কবির একটা পদে আছে,—"মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু।" কায়স্থের শূদ্রাপবাদ দূর করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহার বর্ণোচিত সংস্কার গ্রহণে শিথিলতা,—জানিয়া শুনিয়া বিষ খাওয়া নহে ত কি? কায়স্থ! আজ অমৃতভাণ্ড তোমার নিকট উপস্থিত, তুমি তাহা ত্যাগ করিয়া জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইতেছে! এতদিন তুমি আত্মবিস্মৃত ছিলে, তাই নিজেকে শূদ্র বলিয়া পরিচিত করিতে ঘৃণা বোধ করিতে না। অধুনা তোমার সে বহুকালের ভুল ভাঙ্গিয়াছে, এখন তুমি প্রকৃত পক্ষে কি তাহা জানিতে পারিয়াছ। অতএব এক্ষণ যদি তুমি তোমার লুপ্ত অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য অগ্রসর না হও, তবে আবার

বলি, ইহা তোমার পক্ষে জানিয়া শুনিয়া বিষ খাওয়া হইবে, এবং এই অপরাধ জন্য, এই কর্ত্তব্য পরাঙ্মুখতার জন্য, সে বিষ শুধু তোমাকে নহে, তোমার বংশপরম্পরাক্রমে সন্তান-সন্ততিকে পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত করিবে। এ বিষে তোমাকে কিরূপ জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছে, তাহা এত শীঘ্র তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে? তুমি এত শীঘ্রই সে ব্যথা ভুলিয়া গিয়াছ? এই যে সেদিন হাইকোর্ট ধার্য্য করিলেন, "কায়স্থে ও তাঁতিতে বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রসিদ্ধ, কারণ উভয়ই শূদ্র। শূদ্রে শূদ্রে বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রসিদ্ধ হইবে না কেন?" এই নজিরের উপর নির্ভর করিয়া পরবর্ত্তী আর এক মোকদ্দমায় কায়স্থে ও ডোমে বিবাহও শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া হাইকোর্ট ধার্য্য করিয়াছেন!! আমার বোধ হয় এমন কোন কায়স্থ নাই,—যতই তিনি জ্ঞানীর ন্যায় সুগভীর ভাবে হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করুন না কেন,—যাহার প্রাণে এইরূপ অপসিদ্ধান্তে আঘাত লাগে নাই। কিন্তু ইহাতে হাইকোর্টের দোষ নাই। তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে কায়স্থ কোন্ বর্ণ, ইহার বিচার করিতে বসেন নাই। তাঁহারা দেখিলেন হিন্দুদের চারি বর্ণের মধ্যে একমাত্র শূদ্রই দ্বিজ সংস্কার বর্জ্জিত। এই কায়স্থও দ্বিজ সংস্কার বর্জ্জিত, অতএব কায়স্থ শূদ্র,

তন্তুবায়—ডোমও তথৈবচ; সুতরাং হাইকোর্টকে এজন্য অধিক দোষ দেওয়া যায় না। হাইকোর্ট তত দোষী নহে, নিজে কায়স্থ যত দোষী। কায়স্থ জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইয়া তাহার ফলভোগ করিতেছে। আজ যদি কায়স্থ স্বীয় বর্ণোচিত সংস্কারে সংস্কৃত হয়, নিজের দ্বিজত্ব পদ পুনরায় লাভ করে, তবে আর কোন বিচারালয় হইতে এরূপ অপসিদ্ধান্ত বাহির হইবে না। অন্ততঃ ভাবিবংশের মুখ চাহিয়াও, কায়স্থ! তোমার দ্বিজত্ব সংস্কার গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজনীয় হইয়াছে। তুমি যে বিষে জর্জ্জরিত হইতেছ, তোমার বংশাবলিকে কি সেই বিষে জর্জ্জরিত করিয়া রাখিয়া যাইবে? তাহাদিগকে কি এই হীনাবস্থার উত্তরাধিকারী দিয়া যাইবে? তুমি জানিয়া শুনিয়াই যদি ইহা কর, তবে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তুমি অপরাধী থাকিবে, এবং ইহার ফল পরকালেও তোমার পশ্চাৎ অনুসরণ করিবে।

অনেকে প্রশ্ন করেন, উপবীত গ্রহণ করিয়া লাভ কি? উপরে যাহা বলা হইল, তাহা তলাইয়া বুঝিলে এরূপ প্রশ্নের অবসর খুব কমই থাকে। যাহা হউক, 'কি লাভ' এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে, উপবীত গ্রহণ না করিলে আমাদের কি ক্ষতি, তাহা একবার বিচার করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। উপবীত গ্রহণ না করিলে আমাদের ক্ষতি এই :—

(১) কায়স্থ আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়াও উপবীত গ্রহণ না করিলে কপটতা হয়। বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য না করিলে মিথ্যাচার হয়। যে কায়স্থ নিজের শূদ্রত্বে বিশ্বাসী, তাহার নিরুপবীতী থাকা মিথ্যাচার নহে। কিন্তু নিজের ক্ষত্রিয়ত্বে বিশ্বাসী অথচ নিরুপবীতী এরূপ কায়স্থের আচরণ ঘোর মিথ্যাচার। এই দুর্ব্বলতা নৈতিক অবনতির সূচক, সুতরাং অতীব অনিষ্টকর। যাহারা নৈতিক অবনতিকে ক্ষতিকর মনে করেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

(২) উপবীত হীনতার জন্য কায়স্থ বেদবহির্ভূত হইয়াছে। বৈদিক কোন মন্ত্র উচ্চারণে তাহার অধিকার নাই। এমন কি ব্রহ্মবাচক পরম পবিত্র প্রণব মন্ত্র সে উচ্চারণ করিতে পারিবে না। তর্পণ শ্রাদ্ধে পিতৃগণের তৃপ্তি হেতু "স্বধা" মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবে না। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "কায়স্থ ক্ষত্রিয়" সিদ্ধান্ত ঘোষণা পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্টকে যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন, তাহার ফলে সংস্কৃত কলেজে কায়স্থ বালকের প্রবেশ পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল। কিন্তু উপবীত হীনতাব জন্য বেদের ক্লাসে তাহারা ভর্ত্তি হইতে পারে নাই। কায়স্থ বর্ণানুসারে এ সকলেরই অধিকারী, কিন্তু তাহার অধিকার লুপ্ত। এই

মহা অনিষ্টকর আধ্যাত্মিক অবনতিমূলক অনধিকারের কারণ কি? একমাত্র উপবীত হীনতাই ইহার কারণ। যাঁহারা আধ্যাত্মিক অবনতিকে ক্ষতি মনে করেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

(৩) নিরুপবীতী কায়স্থকে বাধ্য হইয়া একমাস অশৌচ পালন করিতে হয়, কেন না সে শূদ্রাচারী। উপবীত গ্রহণ করিলে সে দ্বাদশ দিবসে শুচি হইতে পারে। কায়স্থ এক মিথ্যা মোহে মুগ্ধ হইয়া শূদ্র জাতির তুল্য হইয়া রহিয়াছে। অন্য কথা ছাড়িয়া দিলেও, আজকাল জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য মানুষকে যে সংগ্রাম করিতে হইতেছে, তাহাতে এক মাস কাল কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিলে তাহাকে কিরূপ বেগ সহ্য করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। নিজ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া কায়স্থ আজ নানা শারীরিক, মানসিক ক্লেশ ও অসুবিধা, এবং আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

(৪) রাজকীয় লিপি ও বিবরণে,—যথা আদমসুমারির রিপোর্ট, বিচারালয়ের নিষ্পত্তিপত্র ইত্যাদি,—কায়স্থের স্থান অনুচিত নিম্নদেশে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। আর এই সকল কাগজ পত্রই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের মালমসলা স্বরূপ। আমাদের এক্ষণই এই সকল ভ্রম সংশোধনের

চেষ্টা করা উচিত। নতুবা আমরাই যে শুধু হেয়ত্বের কূপে ডুবিতেছি ও আরও ডুবিব তাহা নহে, আমাদের বংশাবলীকেও ডুবাইয়া যাইব। আমাদের নিশ্চেষ্ট মূঢ়তার ফল তাহাদিগকেও বংশানুক্রমে ভোগ করিতে হইবে। যাহাদের আত্মসম্মান বোধ আছে, তাহাদের বিবেচনা করা উচিত ইহা কতদূর ক্ষতিজনক। এই ভ্রম সংশোধনের একমাত্র উপায়, এই সকল রিপোর্টাদির একমাত্র অকাট্য উত্তর,—কায়স্থের বর্ণোচিত আচার অবলম্বন। নতুবা সহস্র চিৎকার প্রতিবাদেও কোন ফল হইবে না।

(৫) কায়স্থ একটা নিখিল ভারতীয় জাতি। সর্ব্বপ্রদেশীয় কায়স্থগণ পরস্পর সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া কাজ করিলে কায়স্থ জাতির সমধিক উন্নতি সাধন হইতে পারে। সহানুভূতির একটা প্রধান প্রণালী সমাবস্থা সম্পন্ন হওয়া। কিন্তু এক প্রদেশের কায়স্থ যদি ক্ষত্রিয়াচারী হয় এবং অপর প্রদেশের কায়স্থ যদি শূদ্রাচারী হয় তাহা হইলে মানুষের মধ্যে পরস্পর সাধারণ সহানুভূতি ছাড়া, একটা দৃঢ় খাঁটি জাতীয় সহানুভূতি সম্ভব কি? আজকাল সকলেই স্বরাজের আকাঙ্ক্ষী। এই স্বরাজের একটা আদর্শ ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রত্যেক জাতিই আপনার আপনার স্বভাব নির্দ্দিষ্ট পন্থায় স্বীয় জীবনের

পূর্ণতা সম্পাদন করিবে এবং এইরূপ পূর্ণতাপ্রাপ্ত সকল জাতি মিলিত হইয়া একটী একতাবদ্ধ ভারতীয় মহা জাতিতে পরিণত হইবে। যথা, হিন্দু, মুসলমান দুই জাতি আপন আপন নিদ্দিষ্ট পথে স্বীয় স্বীয় জাতীয় জীবনের পূর্ণতা লাভ করুক এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া একটি ভারতীয় মহাজাতিতে পরিণত হউক। অতএব স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে, ইহা দ্বারা হিন্দুকে মুসলমান হইতে বলা হইতেছে না, বা মুসলমানকে হিন্দু হইতে বলা হইতেছে না। কিন্তু হিন্দু যদি হিন্দুর আদর্শানুযায়ী না চলে, তবে তাহার জাতীয় জীবনের পূর্ণতা সম্পাদন হইতে পারে না। সেইরূপ মুসলমান যদি তাহার আদর্শানুযায়ী না চলে, তবে তাহারও জাতীয় জীবনের পূর্ণতা লাভ হইতে পারে না। সেইরূপ সকল দেশের কায়স্থগণ যদি আদর্শানুযায়ী না চলে, তবে তাহাদের একতাবদ্ধ উন্নতি এবং সমবায়মূলক জাতীয় জীবনের পূর্ণতালাভ অসম্ভব। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই কায়স্থ উপবীতী দ্বিজ। সমগ্র ভারতে বহু লক্ষ কায়স্থের বাস। তন্মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ হইবে। কেবল বাঙ্গালী কায়স্থদিগের অধিকাংশই এখনও উপবীতহীন! বাঙ্গালার কায়স্থ যদি শূদ্রাচারী হয়, তবে কি প্রকারে সে নিখিল ভারতীয় কায়স্থ-সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া জাতীয় জীবনের পূর্ণতা সম্পাদন করিবে?

উপবীত গ্রহণে আর কোন লাভ থাকুক বা না থাকুক, যদি এই সকল নৈতিক, পারমার্থিক ও ব্যবহারিক অনিষ্টের প্রতিকার হয়, তবে তাহাই কি বিশিষ্ট লাভ নহে। তারপর যিনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইবেন, তিনি অন্য লাভ অলাভ চিন্তা না করিয়া, কর্ত্তব্যকর্ম্মের সম্পাদনই পরম লাভ বলিয়া স্বীকার করিবেন।

একটা আপত্তি কেহ কেহ উত্থাপন করেন যে, যাহা পিতা পিতামহ করেন নাই, তাহা করা কি উচিত? এ কথার সমর্থন কোন শাস্ত্রে পাই না, যুক্তিতেও আসে না। পূর্ব্বপুরুষরা ত' ইংরেজি পড়েন নাই, অতএব আমাদেরও যে ইংরাজি পড়া অনুচিত, ইহা কেহ বলিবেন কি? পূর্ব্ব পুরুষরা কস্মিন্‌কালে গায়ে সার্ট কোর্ট বা পায়ে মোজা ইত্যাদি ব্যবহার করেন নাই। আমরা আজকাল ঐ সকল ব্যবহার করিয়া অনুচিত কার্য্য করিতেছি, ইহা কেহ বলিবেন কি? আজ কাল ভারতের রাজ নৈতিক মুক্তির জন্য আমরা যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেছি, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ তাহা করেন নাই বলিয়া আমাদের উহা করা কেহ অনুচিত বলিবেন কি? অনেক কার্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ প্রচয়ত যোজনীয় নয় বলিয়া, নয় ত উহার উপকারিতা সম্যক্‌রূপে জানিতেন না বলিয়া, করেন নাই। কিন্তু সেই

সকল কার্য্য এখন যদি আমরা প্রয়োজনীয় বা সমাজের হিতকর বলিয়া বুঝি, তবে তাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত ত নয়ই, বরং প্রবৃত্ত না হওয়াই অধর্ম্ম।

অনেকে বলেন, উপবীত গ্রহণ করিয়া যথাবিধি কার্য্য না করিতে পারিলে কোন ফল নাই। এ কথা কতকটা ঠিক বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক নহে। উপবীত ধারণপূর্ব্বক শাস্ত্র-বিধি অনুসারে কার্য্য করা দ্বিজ মাত্রেরই কর্ত্তব্য, কেবল কায়স্থের নহে। কিন্তু এই কর্ত্তব্য পালন অনেকে সম্পূর্ণ-রূপে করিতে পারেন না বলিয়া, কাহাকেও ত উপবীত গ্রহণে পশ্চাৎপদ হইতে বা উপবীত ত্যাগ করিতে দেখি নাই, বা তদনুকূলে কোন পণ্ডিত ব্যবস্থা দিয়াছেন এরূপ শুনি নাই। ইহার কারণ একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, উপবীত গ্রহণ করামাত্র যদিও বা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক হিসাবে না হউক, অন্ততঃ সামাজিক ও ব্যবহারিক হিসাবেও, তোমার এমন কতকগুলি অধিকার জন্মিল, যাহা পূর্ব্বে তোমার ছিল না। এক্ষণ সে অধি কারের সদ্ব্যবহার সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে করা বা না করা তোমার ইচ্ছা ও নিষ্ঠার উপর নির্ভর করে। অধিকার থাকিলে বর্ত্তমানে, বা পরে ভবিষ্যতে, কখনও উহার সদ্ব্যবহার করিতে পার। কিন্তু যাহার অধিকার না,

তাহার ত সে ভরসাই নাই। উপবীত দিয়া তোমাকে একটী উচ্চ আদর্শ দেওয়া হইল, উপবীত লইয়া তুমি একটা উচ্চাদর্শ পাইলে, আদর্শানুযায়ী কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। পরন্ত আদর্শ অনুযায়ী কার্য্য সকলে করিতে পারে না, ইহা প্রত্যক্ষই দেখিতেছি। কিন্তু তাই বলিয়া আদর্শ কেহ ত্যাগ করে না, ইচ্ছা পূর্ব্বক আদর্শ হইতে কেহ বঞ্চিত হইতে চাহে না। তুমি যদি ঠিক ঠিক কার্য্য করিতে পার, তবে ত অতি উত্তম কথা। যদি নাও পার, তথাপি তুমি এমন একটা উচ্চ আদর্শের, একটা উচ্চ অধিকারের দাবী করিতে পার, যাহা তোমাকে সামাজিক অধোগমন হইতে রক্ষা করিবে। আরও এক কথা, ব্যবহারিক জগতে সকলেরই একটা একটা চিহ্ন আছে। রাজা বল, সচিব বল, সৈন্য সেনাপতি বল, উকিল— ব্যারিষ্টার বল,—প্রত্যেক বিভাগীয় লোকেরই একটা একটা বিশেষ পরিচ্ছদ বা চিহ্ন তাহার পরিচায়ক। হিন্দুশাস্ত্র আর্য্যের জন্য এই যজ্ঞসূত্র বিশিষ্ট পরিচায়ক চিহ্ন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এমন কি ভারতীয় পারসিকেরাও (Parsis) এই আর্য্যচিহ্ন উপবীত গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে আর্য্য হিন্দু, যজ্ঞসূত্র তাহার চিহ্ন। হে কায়স্থ! তুমি যদি আর্য্য হও, উহার চিহ্ন ধারণ কর, উহার অধিকার লাভ কর, উহার উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখ।

হে আমার স্বদেশবাসী কুলীন কায়স্থবৃন্দ! আপনারা যদি এরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন যে,—"আমরা ত সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াই আছি, আমাদের আর উপবীত সংস্কার গ্রহণ করিয়া কি হইবে?" তাহা হইলে আমি—আপনাদেরই একজন আমি—বলিব এরূপ উক্তি, এরূপ সংকীর্ণবুদ্ধি আপনাদের শোভা পায় না। আমাদের মধ্যে বঙ্গজ শ্রেণীতে কেহ পাতা-নরোত্তমপুরের ঘোষ, কেহ উলপুর-মালখাঁনগর-নথুল্লাবাদের বসু, কেহ বানরীপাড়ার গুহ ঠাকুরতা; দক্ষিণরাঢ়ী শ্রেণীতে কেহ আকনার ঘোষ, কেহ মাইনগরের বসু, কেহ কোন্নগরের মিত্র বলিয়া আমরা গৌরব করি। এ গৌরবের যথেষ্ট কারণও আছে স্বীকার করি। আমাদের কেহ চন্দ্রদ্বীপ সমাজের, কেহ যশোহর সমাজের, কেহ দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় তাহাতেও সন্দেহ নাই। জানি,—কুলে, শীলে, পদে, মর্য্যাদায়, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, প্রতাপে, প্রভাবে ইঁহাদের সমকক্ষ নাই। বঙ্গজ কুলীন কায়স্থগণের এতদূর উচ্চ সম্মান যে, চণ্ডাল হইতে পূজনীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলে নিত্য আলাপ ব্যবহারে তাঁহাদিগকে ঘোষঠাকুর, বসুঠাকুর, গুহঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। আর ইহাও সত্য যে আবহমান কাল যাঁহারা

এই সম্ভ্রমসূচক বিশেষণে ভূষিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা কখনই শূদ্র ছিলেন না, এবং নহেন। কিন্তু তাই বলিয়া যদি আপনারা বর্ণোচিত আচার অবলম্বন না করেন, তবে সাবধান! সমাজে যে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাবধান হউন, অচিরেই হয়ত বা আপনারা স্থানচ্যুত হইয়া পড়েন। একেই ত আপনারা বিবাহে অর্থলোভে পুত্র কন্যা বিক্রয় করিয়া অকুলীনোচিত আচরণে স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষার দুর্গ স্বরূপ কৌলীন্যকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন, তারপর আপনাদের অনুবর্ত্তী সম্ভ্রান্ত মৌলিকাদি কায়স্থ ভ্রাতাগণ আপনাদের অপেক্ষা যেরূপ ক্ষিপ্রতর গতিতে উপবীত সংস্কারে ভূষিত হইয়া উন্নতিমার্গে ধাবমান হইয়াছেন, তাহাতে যেন ঐ জরাজীর্ণ দুর্গ টল-টলায়মান মনে হয়। এ তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিবার একমাত্র উপায়, এ জরাজীর্ণ দুর্গকে সুদৃঢ় করিবার বর্ত্তমানে একমাত্র উপায়, আপনাদের পক্ষে স্ববর্ণোচিত সংস্কার গ্রহণপূর্ব্বক নিজের শ্রেষ্ঠ স্থান অক্ষুণ রাখা। হায়! দেখুন, আপনারা কালবশে কতদূর অবনতিপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছেন। থাকুক না কেন আপনাদের মধ্যে কুলীনের সেই চির প্রসিদ্ধ নব লক্ষণ,—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ, দান,—যে সকল লক্ষণ

ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণেই সম্ভব এবং তাঁহাদেরই উপযুক্ত— যে সকল লক্ষণ দ্বারা ত্রিবর্ণের সেবাবৃত্তিধারী শূদ্র কখনই লক্ষিত হইতে পারে না—থাকুক না কেন সেই সকল গুণ আপনাতে—তথাপি ক্রিয়া কর্ম্মের সময় আপনাকে শূদ্র সাজিতে হইতেছে। সর্ব্ববিধ দ্বিজোচিত লক্ষণবিশিষ্ট হইয়াও আপনি ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানের সময় পৌরোহিত্যের অধীনে শূদ্ররূপ সং সাজেন কেন? আপনি দৈব পিতৃ-কার্য্যের সময় 'স্বাহা', 'স্বধা', 'ওঁ'কার উচ্চারণ করিতে পারেন না কেন? আপনাকে বিবাহ শ্রাদ্ধোপলক্ষে বৈদিক মন্ত্রগুলি পড়িতে না দিয়া পুরোহিত নিজে আবৃত্তি করেন কেন? আপনার পূজনীয় পিতা পিতামহ দেব-গণকে 'দাস' বলিয়া উল্লেখ করিতে হয় কেন? আপনার পূজনীয়া মাতা মাতামহী দেবীগণকে 'দাসী' বলিয়া উল্লেখ করিতে হয় কেন? জগৎপূজ্য স্বামী বিবেকানন্দের এক জন দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ শিষ্যা (কুলীন মিত্রজায়া) পত্রে অমুকী 'দাসী' বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন দেখিয়া উত্তরে, যতদূর স্মরণ হয়, স্বামীজী এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন,—"তুমি দাসী বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছ কেন? কেহ কাহারও দাস নহে। সকলেই হরির দাস। গোত্রানুযায়ী পদবী লিখিবে।" প্রকৃত পক্ষে আজকাল আমাদের মাতা

ভগ্নিগণ গোত্রানুযায়ী পদবীই,—অর্থাৎ ঘোষ বসু ইত্যাদি লিখিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় এক্ষণ আর কেহই আপনাকে দাস দাসী বলিয়া পরিচিত করিতে মোটেই ইচ্ছুক নহেন। তথাপি ক্রিয়াকর্ম্মের সময় 'দাস দাসী' বলেন কেন? আজ আপনি উপবীত সংস্কার গ্রহণ করুণ, কাল আর আপনাকে উহা বলিতে হইবে না। আজ আপনি বর্ণোচিত আচার অবলম্বন করুন, কাল আর আপনাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সঙ্কুচিত চিত্তে, আপনার নিজের প্রতি, আপনার পিতামাতার প্রতি, পিতামহ মাতামহ প্রভৃতির প্রতি এই গালিস্বরূপ অপশব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে না।

কেহ কেহ বলেন—বিনয় উদ্দেশে 'দাস' শব্দ প্রয়োগে ক্ষতি কি? কথাটা শুনিতে মন্দ নহে। জানি না, হয়ত বা বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের অনুকরণে পূর্ব্ববংশীয়েরা দাস শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। কিন্তু 'বিস্তার' বিস্তাই যে কাল হইল! সেই বিনয় বাহুল্যের ফলে আজ তাঁহাদের সন্তানগণের প্রতি শূদ্র দাস আখ্যা প্রযুক্ত হইতেছে। অতএব এক্ষণ এই বিনয়ের সংশোধন ও পুনঃ সংস্করণ নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

কেন আপনারা হৃদয়ে প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও সংস্কার গ্রহণ-

পূর্ব্বক স্বীয় অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে উদ্যোগী হইতেছেন না? অধুনাতন রাজনীতিক্ষেত্রে ব্যবহৃত একটি সুপরিচিত শব্দ দ্বারা ইহার উত্তর দিব। ইহা আমাদের slave mentality, অর্থাৎ দাসচিত্ততা। এই দাস চিত্ততা মন হইতে দূর করিয়া দিলে, দেখিবেন আপনি যাহা চান তাহা এক মুহূর্ত্তে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। 'আমরা দাস, আমরা দাস' এই যে মায়ামন্ত্রে অপনারা মুগ্ধ হইয়া অছেন, উহা সংস্কার গ্রহণ মাত্র চিত্ত হইতে অপসারিত হইয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে এই মোহশৃঙ্খল আপনা আপনি খসিয়া পড়িবে।

পুরোহিত-বিপ্লব হইবে বলিয়া ভয় করিতেছেন? আবার বলি, এই ভয়ও সেই slave mentality—দাসচিত্ততা হইতে উৎপন্ন। হে পিতৃস্থানীয়গণ, জ্যেষ্ঠ স্থানীয়গণ, কণিষ্ঠ স্থানীয়গণ! যাঁহারা আপনাদের অন্নে পুষ্ট, আপনাদের সাহায্য না পাইলে যাহাদের একদিন চলে না, আপনারা কোন সঙ্গত কার্য্যে কৃতসংকল্প হইলে তাহারা আপনাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কখনই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারে না। বিরুদ্ধাচরণ করিলেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সম্মুখে উহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র হইবে? কোন সৎকার্য্যই প্রারম্ভে একটু কষ্ট স্বীকার বা স্বার্থত্যাগ ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। একবার উপবীতী কায়স্থপল্লীগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। দেখুন,

তাঁহারা কিরূপে একটীর পর একটী বাধা অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন। আমাকে ৺কাশীধামস্থ একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়াছেন,—‘আমাদের বাধাই বলুন, বা আপত্তিই বলুন, সে কেবল আপনাদের অনৈক্য ও শৈথিল্যের দরুন। আপনারা সকলে একমত হইয়া উপবীত সংস্কার গ্রহণ করুন, আমরা বিনা বাধায়, বিনা আপত্তিতে কার্য্য করিব। কিন্তু আপনাদের মধ্যেই যদি দুইটা দল থাকে, তবে আমরা কোন দিকে যাই বলুন? আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই পুরাতনের পক্ষ অবলম্বন করিতে হয়।” কথাটা ঠিক কিনা প্রণিধান করিয়া দেখিবেন। জাগরিত হইয়াছেন ত আর একটু জাগরিত হউন, উঠিয়াছেন ত আর একটু উঠুন, দেখিবেন সমস্ত বাধা,—তা সে মানবকৃতই হউক, বা দানবকৃতই হউক বা অন্য যে কোন প্রকারেরই হউক—কোথায় ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে।

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ তত্ত্বভূষণ।

কায়স্থ কুমার

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সংশয়।

একদিন অমলকুমার ও অজয়কুমার নামক দুইটী বালকের মধ্যে তাহাদের পাঠ্য পুস্তকের একটা অংশ লইয়া কথোপকথন হইতেছিল। একজনের নাম শ্রীমান্ অমলকুমার ঘোষ, অপরের নাম শ্রীমান্ অজয়কুমার বসু। উভয়েই কায়স্থ বালক সমবয়স্ক, এক শ্রেণীর ছাত্র এবং পরস্পর বন্ধু। স্কুলেরই এক পার্শ্বে, অবকাশ সময়ে, তাহাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। পাঠ্য ইতিহাস পুস্তকের যে অংশ লইয়া তাহারা কথা কহিতেছিল, তাহাতে এইরূপ লেখা আছে যে, আর্য্যজাতি মধ্য এশিয়া হইতে যখন ভারতবর্ষে

পদার্পণ করিলেন, তখন তাহাদের সহিত এখানকার আদিম নিবাসিগণের বহুকাল ব্যাপী যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে তাঁহারা কখন জিতিতেন, কখন হারিতেন। এই সকল আদিম বাসীদিগকে তাঁহারা "দস্যু" নাম দিয়াছিলেন। এই দস্যুরা শেষে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া আর্য্যদের দাস হইল। হিন্দুদিগের মধ্যে এখন যাহারা শূদ্র, তাহার ই সেই দাস। এখন, বালক দুইটীর মধ্যে যে আলোচনা হইতেছিল, তাহা এইরূপ :—

অমলকুমার।—আচ্ছা, আমাদিগকে তবে ব্রাহ্মণরা শূদ্র বলে কেন? আমরা কি সেই দস্যু ছিলাম? কি অন্যায়!

অজয়কুমার।—ইতিহাস সত্য হইলে, আর আমরা শূদ্র এ কথাটা সত্য হইলে, তাইত বটে।

অমলকুমার।—ইতিহাস ত আর বলে না যে, আমরাই সেই কৃষ্ণবর্ণ দস্যু। সে দিন পুরোহিত ঠাকুর আমাদের বাড়ীতে কি কথায় কথায় ঠাকুরমাকে বলিলেন,—"আপনারা ত শূদ্র।" ঠাকুর মা বলিলেন,—"কি জানি, আপনি বলিতেছেন, তা হবে।"

অজয়কুমার।—হাঁ হে, তাইত। সে দিন অনিলদের বাড়ীতে তাহার বাবা রমেশ মিত্র শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন। কি একটা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে গিয়াছেন, আর অমনি

পুরোহিত ঠাকুর বাধা দিয়া বলিলেন,—'আপনি নমো নমো করিয়া যান,—এ সকল বেদের মন্ত্র শূদ্রের পড়িবার অধিকার নাই, এগুলি আমি পড়িলেই চলিবে।

অমল।—অনিলের বাবা কি বলিলেন?

অজয়।—তিনি বলিলেন—আপনারাই বলেন, আমরা শূদ্র। কিন্তু প্রকৃতই কি আমরা শূদ্র? তা যাই হউক, এক্ষণ আপনি পুরোহিত, আমি যজমান, যা বলেন, তাই বাধ্য হইয়া করিতে হইবে। কারণ বৃথা তর্কে কালক্ষেপের এক্ষণ সময় নহে।

অমল।—আমার বাবা কিন্তু মোটেই স্বীকার করেন না যে, আমরা শূদ্র।

এমন সময় পূর্ব্বোক্ত শ্রীমান্ অনিলকুমার মিত্র নামক বালকটী শ্রীমান্ অনলকুকমার গুহ ও শ্রীমান্ অজিৎকুমার দত্ত নামক দুইটী সহপাঠীকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া এই কথোপকথনে যোগদান করিল।

অনিল।—তোমরা কি তর্ক করিতেছ?

অমল। তর্ক নহে। ইতিহাসে পড়িয়াছ ত ভারতের কৃষ্ণকায় আদিম নিবাসীরাই 'দস্যু' 'দাস' ও 'শূদ্র' নামে পরিচিত। অমরা বলি আমরা কায়স্থ, আবার ব্রাহ্মণরা বলেন আমরা শূদ্র। আর আশ্চর্য্য এই যে, আমাদের

মধ্যেই কেহ কেহ বিনা প্রতিবাদে ঐ কথা স্বীকার করিয়া লয়! আমরা কি সেই আদিম দস্যু জাতি ?

অনিল।—আমিও তাই শুনি বটে।

অনল।—আমার ত এ কথাটা মোটেই মনে লাগে না। লোকে যাই বলুক, আমরা শূদ্র নহি। দেখ অমল! আমার মনে পড়ে, এক দিন তোমার বাবার মুখে শুনিয়াছিলাম, আমরা শূদ্র নহি। যদি আমাদের কাহারও মনে সংশয় থাকে, তবে চল না, আগামী রবিবার একবার তাঁহার কাছে গিয়া এ কথাটা জিজ্ঞাসা করি।

সকলে।—আচ্ছা বেশ।

—:০:—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

শূদ্রের লক্ষণ।

অমলকুমারের পিতা শ্রীযুত শশিশেখর ঘোষ মহাশয় নিজ বৈঠকখানায় বসিয়া একখানি শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার এক পার্শ্বে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থ সকল সজ্জিত ছিল। এমন সময় শ্রীযুত সত্যব্রত উপাধ্যায় নামক একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তথায় প্রবেশ করিয়াই বলিলেন,—

উপাধ্যায়।—কি ঘোষ ঠাকুর! আজ কোন্ গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন?

শশিশেখর। উপাধ্যায় মহাশয় যে! আস্তে আজ্ঞা হউক। প্রণাম। বসুন। সাংখ্যদর্শন দেখিতেছি।

উভয়ে শাস্ত্রালাপ হইতেছে, এমন সময় অজয়কুমার, অনিলকুমার, অনলকুমার ও অজিৎকুমার সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সহপাঠীরা আসিয়াছে শুনিয়া অমলকুমারও সেখানে আসিল।

শশিশেখর সর্ব্বাগ্রে বালকগণকে উপাধ্যায় মহাশয়কে প্রণাম করিতে বলিলেন।

বালকগণ।—উপাধ্যায় মহাশয়, প্রণাম।

উপাধ্যায়।—জয় হউক।

শশি।—তার পর, তোমরা কি মনে করিয়া?

অনলকুমার—একটা কথা আপনার কাছে জানিতে আসিয়াছি। আপনি আমাদিগকে ঠিক্ ঠিক্ বুঝাইয়া দিন।

শশি।—স্বচ্ছন্দে বল।

অমল।—ইহাদের মনে সন্দেহ, আমরা কায়স্থ, অথচ ব্রাহ্মণরা কথায় কথায় আমাদিগকে শূদ্র শূদ্র করে কেন?

কিন্তু কায়স্থ শূদ্র ইহা কি শাস্ত্রে বলে? আমরা কি শূদ্র? আমি ত বলি, না।

শশি।—তোমার কথাই ঠিক। কায়স্থ শূদ্র নহে।

অনিল।—তবে যাহার ইচ্ছা হয়, সেই আমাদিগকে শূদ্র বলে কেন? আমরাই বা উহার প্রতিবাদ করি না কেন?

শশি। ভুল সংস্কারই ইহার কারণ। আর আমরা যে প্রতিবাদ করি না, উপেক্ষা ও আত্ম পরিচয় না জানাই ইহার কারণ। কিন্তু ইহার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত।

অনিল।—আচ্ছা, শূদ্রের লক্ষণ কি ?

শশি।—এক কথায় বলিতে গেলে, শূদ্র সর্ব্ব সংস্কার হীন।

অনিল।—সংস্কার কি ?

শশি।—জীবের দেহগত ও চিত্তগত দোষ নিবারণার্থ যে কতকগুলি অনুষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট সময়ে করিতে হয়, সেগুলিকে সংস্কার বলে। সংস্কার মোট দশটী, যথা,—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। ইহার মধ্যে একমাত্র বিবাহ সংস্কার শূদ্রের আছে, কিন্তু তাহাও মন্ত্রহীন, সুতরাং তাহাও শাস্ত্র বিহিত নহে।

অনিল।—শূদ্রের কোন্ কোন্ কার্য্যে অধিকার আছে এবং নাই বলুন।

শশি।—সংক্ষেপে বলিতেছি শুন। শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

(১) শূদ্রের কোন সংস্কার নাই।

(২) শূদ্রের যজ্ঞে এমন কি যজ্ঞশালায় প্রবেশে অধিকার নাই।

(৩) শূদ্রের রাজ কার্য্যে, বিশেষতঃ মন্ত্রিত্বে ও বিচারকের পদে, একেবারেই অধিকার নাই।

(৪) শূদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসিলে দণ্ড পাইবে।

(৫) শূদ্রের বেদে অধিকার নাই, এমন কি শূদ্রের শ্রুতিগোচরে বেদ পাঠ নিষিদ্ধ।

(৬) শূদ্রের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই, অভক্ষ্য ভক্ষণজনিত কোন পাতকও হয় না।

(৭) শূদ্রের সগোত্রে বিবাহ হইতে পারে।

(৮) শূদ্রের ধর্ম্মপ্রচারে অধিকার নাই।

(৯) শূদ্র রাজ্যে বাস ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ।

(১০) শূদ্রের নিজের কিছুই নাই, সকলই প্রভুর।

(১১) শূদ্রের পূজিত বা প্রতিষ্ঠিত দেবতা দেখিলে বা নমস্কার করিলে দ্বিজাতীর নরক ব্যবস্থা আছে।

নরেশ।—তবে শূদ্রের কর্ত্তব্য কি?

শশি।—শূদ্রের একমাত্র কর্ত্তব্য ও অধিকার ত্রিবর্ণের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করা। শূদ্রের আর কোন ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই। তবে ত্রিবর্ণের সেবা করিতে করিতে যদি কোন শূদ্রের ধর্ম্মজ্ঞান জন্মে ও সাধুগণের আচরিত আচার অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সে তাহা করিতে পারে এবং তজ্জন্য সে প্রসংশাও পাইতে পারে। কিন্তু একটী কথা এই যে, তাহাকে ঐ সকল অনুষ্ঠান মন্ত্র বর্জ্জিতভাবে করিতে হইবে, নতুবা শাস্ত্র বিরুদ্ধ ও দোষযুক্ত হইবে।

অনিল।—ত্রিবর্ণের কর্ত্তব্য কি?

শশি।—ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য,—অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ নিজে পড়িবে, অন্যকে বিদ্যাদান করিবে, নিজে যজ্ঞ করিবে, অন্যের পুরোহিত হইয়া যজ্ঞ করাইবে, নিজে দান করিবে এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দান গ্রহণ করিবে।

ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য;—রাজ্যরক্ষা, প্রজাপালন, অধ্যয়ন, যজন, দান।

অনিল।—ব্রাহ্মণ শূদ্রের যাজন বা দান গ্রহণ করিতে পারেন কি না?

শশি।—না, করিলে সেই ব্রাহ্মণ পাতকী হইবেন, এবং তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কি বলেন, উপাধ্যায় মহাশয়?

উপাধ্যায়।—নিশ্চিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কায়স্থের লক্ষণ।

অনিল।—এখন, কায়স্থের আধকার কি কি বলুন।

শশি।—সংক্ষেপে বলিতেছি শুন। শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—

(১) কায়স্থের গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারের প্রত্যেক-টাতেই অধিকার আছে, এবং ইদানীং কেবল বাঙ্গালা দেশের কায়স্থ গণের মধ্যে উপনয়ন ব্যতীত সব সংস্কারই, যেমন যেমন ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রচলিত আছে, তেমান কায়স্থের মধ্যেও আছে। এবং কায়স্থের প্রত্যেক সংস্কারই বেদ মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(২) কায়স্থের যজ্ঞে অধিকার আছে। কায়স্থগৃহে চিরদিনই যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(৩) কায়স্থ হিন্দু রাজত্বে 'সান্ধিবিগ্রাহিক' নামক উচ্চ মন্ত্রি পদে নিযুক্ত হইতেন।

(৪) কায়স্থ রাজকীয় পদে ব্রাহ্মণের ন্যায় তুল্য আসন লাভ কারতেন।

(৫) কায়স্থের বেদে অধিকার আছে। কায়স্থের সর্ব্ব সংস্কার, দেব-পিতৃকার্য্য যখন বেদ মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হয়, তখন তাহার সম্মুখে বেদ পাঠ যে চিরাগত প্রথা, তাহা বলাই বাহুল্য।

(৬) কায়স্থকে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার করিয়া চলিতে হয়, নতুবা প্রত্যবায় আছে।

(৭) কায়স্থের কখনও সগোত্রে বিবাহ হয় না।

(৮) "হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের কালে কায়স্থগণ ব্রাহ্মণের একমাত্র সহকারী ছিলেন। সকল ধর্ম্মশাস্ত্র মতেই ধর্ম্ম প্রচারে শূদ্রের অধিকার নাই। সুতরাং হিন্দু ধর্ম্ম প্রচারার্থ ব্রাহ্মণের সহিত সমুপাগত (বঙ্গে বৌদ্ধযুগে) কায়স্থগণও শূদ্র হইতে পারেন না।" (১)

(৯) কায়স্থ রাজা আদিশূরের রাজ্যে ব্রাহ্মণগণ বৃত্তিগ্রহণ পূর্ব্বক কদাপি বাস করিতেন না, যদি কায়স্থ শূদ্র হইত। অদ্যাপি সর্ব্বত্র কায়স্থের বৃত্তিভোগী সদ্ব্রাহ্মণের অভাব নাই।

(১০) কায়স্থ যে চিরদিন নিজ সম্পত্তিতে সত্ত্ববান

---

(১) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত।

এবং নিজ রাজ্য ও রাজ্যাঙ্গের ভোগাধিকারী, তাহা ত সর্ব্ব-বিদিত সত্য।

(১১) কায়স্থের পূজিত ও প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহ ব্রাহ্মণ মাত্রেই পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন এবং আবহমান কাল করিয়া আসিতেছেন।

তারপর কুলীন কায়স্থের লক্ষণ গুলি একবার দেখ। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কি কি লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া কুলীন হইয়াছিলেন, তাহা তোমাদের অবশ্যই জানা উচিত। সে গুলি এই,—আচার, বিনয়, বিদ্যা (বেদ বেদাঙ্গাদি আঠার প্রকার বিদ্যা), প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপঃ, দান। এই নয়টী কুলীনের লক্ষণ। শূদ্রের যে যে অধিকারের কথা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া দেখ, এই নব লক্ষণ তাহার থাকিতে পারে কি না, কিন্তু এই নয় লক্ষণে কুলীন কায়স্থ ও কুলীন ব্রাহ্মণ সমান ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান,—কোন তারতম্য নাই। কায়স্থ শূদ্র হইলে কি ব্রাহ্মণ তাহার সহিত সমগুণ সম্পন্ন হইয়া কৌলীন্যের আকাঙ্ক্ষা করিতেন?

অনিল।—কায়স্থের কর্ত্তব্য কি?

শশি।—কায়স্থের জাতিগত কর্ত্তব্য লেখকত্ব, দাসত্ব নহে।

অনিল।—কায়স্থের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক।

শশি।—কায়স্থ যে রাজকীয় লেখকের পদে নিযুক্ত হইত, সেই লেখককে 'শ্রুতাধ্যয়ন সম্পন্ন' হইতে হইত,— অর্থাৎ বেদবিদ্যায় বিদ্বান না হইলে লেখকের পদলাভ হইত না। লেখক শব্দাভিধান তত্বজ্ঞ, গণনা কুশল, শুচী, নানা নীতিজ্ঞ হইবেন। যে সকল রাজকীয় আদেশ প্রভৃতি রাজনামাঙ্কিত হইয়া প্রচারিত হইত, তাহা বেদ স্মৃতি ইত্যাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রে পণ্ডিত কায়স্থ কর্ত্তৃক লিখিত না হইলে মান্য হইত না। শাস্ত্রে রাজসভার যে দশটী অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে দুইটী হইতেছে, লেখক ও গণক। লেখক রাজার বামদিকে এবং গণক রাজার সম্মুখ ভাগে বসিবেন। কায়স্থই লেখক হইত, তাহা 'কায়স্থ' এই কথাটার একটা অর্থ হইতেও বুঝা যায়,—অর্থাৎ যিনি 'কায়' দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করেন তিনি কায়স্থ। 'কায়' অর্থে—তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি যুক্ত হস্তভাগকে বুঝায়। পূর্ব্বে এই চারি অঙ্গুলি দ্বারা কলম ধরিয়া লিখিবার প্রথা ছিল।

অনিল।—ইহাতে ত দেখিতেছি কায়স্থ ও শূদ্রে আকাশ পাতাল ব্যবধান।

শশি।—তাহাতে আর সন্দেহ কি? উপাধ্যায় মহাশয়, কি বলেন?

উপাধ্যায়। ইহাতে কিছু মাত্র ভুল নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

কায়স্থ কোন্ বর্ণ?

অনিল।—কায়স্থ ত শূদ্র কিছুতেই হইতে পারে না, তবে কায়স্থ কোন বর্ণ?

শশি।— বর্ণ চারিটি;—যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। কায়স্থ যখন শূদ্র নহে, তখন সে অপর তিনটির কোন একটা হইবে ত?

অনিল।—কিন্তু শুনিতে পাই, কেহ কেহ বলে কায়স্থ এ চারি বর্ণের অন্তর্গত নহে, কিন্তু একটা পঞ্চম বর্ণ। এ কথার অর্থ কি?

শশি।— একথা সম্পূর্ণ অর্থহীন। চারি বর্ণ ছাড়া পঞ্চম বর্ণ নাই এবং হইতে পারে না। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে কুত্রাপি পঞ্চম বর্ণ বলিয়া কোন বর্ণ স্বীকৃত হয় নাই। মনুষ্যের ত কথাই নাই, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, গুল্ম, ধাতু দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত গুণানুসারে আমাদের শাস্ত্রে চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। এক বৃত্তিরই কিছু কিছু

ইতর বিশেষে, অথবা উৎপত্তির ভিন্নতায়, অথবা দেশ, কাল ও অবস্থার ভিন্নতায়, এক জাতির মধ্যেই নানা শ্রেণী বা থাক্ থাকিতে পারে, কিন্তু উহার প্রত্যেক শ্রেণীকেই কোন একটা বর্ণের ভিতর আসিতে হইবে। যেমন, এক মূল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সূর্য্যবংশজাত, চন্দ্রবংশজাত, মনুবংশজাত, ব্রহ্মার বাহুজাত—ইত্যাদি নানা শ্রেণী বা জাতি আছে, কিন্তু তাহারা সকলেই ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত। বৈশ্যের মধ্যেও নানা প্রকারের শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায়ী শ্রেণী বা জাতি আছে, কিন্তু তাহারা সকলেই বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত। এইরূপ দেশ, কাল, অবস্থার ভিন্নতা বশতঃ এক বর্ণের মধ্যেই নানা শ্রেণীর উৎপত্তি হইতে পারে জানিবে। এ বিষয়ে উপাধ্যায় মহাশয়ের কি মত?

উপাধ্যায়।—কায়স্থ পঞ্চমবর্ণ ইহা একটা সৃষ্টিছাড়া কথা। কারণ ব্রহ্মার সৃষ্টিতে চারি বর্ণ ব্যতীত বর্ণ নাই। কিন্তু একটা কথা এই যে, চারি বর্ণ ব্যতীত বর্ণ না থাকিলেও জাতি আছে।

শশি।—মূলতঃ জাতি ও বর্ণে কোন প্রভেদ ছিল না। মূলজাতি বা বর্ণের উৎপত্তির পরে কোন কোন জাতি উদ্ভূত হইয়া শাস্ত্র সম্মত বর্ণভুক্ত হইয়াছে, দেখা যায়। এরূপ স্থলে এক বর্ণের অন্তর্গত একাধিক জাতি স্বীকার করি।

তবে চতুর্ব্বর্ণের বাহিরে যে সকল জাতির কথা আছে, সে সবই বর্ণ সঙ্কর। হয় তাহারা দুই মূল বর্ণের অবৈধ বা প্রতিলোম মিশ্রণে জাত, নয়ত দুই বর্ণ সংকরের মিশ্রণে জাত, অথবা মূল বর্ণ ও বর্ণ সংকরের মিশ্রণে জাত। ইহারা বর্ণ বাহ্য বলিয়া স্বতঃই অপকৃষ্ট। এইরূপ মিশ্রণ ছাড়াও বর্ণ বাহ্য দুই একটা জাতির কথা শুনা যায়, যথা—কিরাত (পৃথুরাজার উরু মন্থন জাত), ও নিষাদ (ইন্দ্রকর্ত্তৃক স্বর্গ বেশ্যায় কলুষিত অবস্থায় জাত)। এই সকল নামেতেই ইহাদের হেয়ত্ব সুচিত। কায়স্থ যে এই সকল হেয় জাতির সহিত তুলনীয় নহে, ইহা বোধ হয় কাহাকেও বলিতে হইবে না।

উপাধ্যায়। কায়স্থ যে বর্ণ সঙ্কর নহে, তাহার প্রমাণ কি?

শশি।—তাহার প্রমাণ কায়স্থের উৎপত্তি বিবরণ দেখিলেই জানিতে পারেন। চিত্রগুপ্ত, অশ্বপতি, চন্দ্রসেন প্রভৃতি যে কয়টী কায়স্থের মূল পুরুষের কথা শুনা যায়, তাহারা যে বর্ণ সঙ্কর ইহা কোথাও লিখিত নাই। পরন্তু তাঁহারা ক্ষত্রিয় বর্ণ ইহাই প্রসিদ্ধ। সুতরাং তাহাদের সন্তান বর্ণ সঙ্কর হইতে পারে না। শাস্ত্রে যেখানে এবং যতগুলি বর্ণ সঙ্কর জাতির উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে কুত্রাপি কায়স্থজাতির নাম নাই।

উপাধ্যায়।—বেশ, বুঝিলাম কায়স্থ যে বর্ণ সঙ্কর নহে, এবং কিরাত নিষাদের ন্যায় কোন বর্ণবাহ্য হেয় জাতিও নহে, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু সূত ও মাগধ বলিয়া দুইটী জাতির কথা শুনিতে পাই। তন্মধ্যে সূত পৃথুরাজার যজ্ঞোৎপন্ন এবং পুরাণ বক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারা ত হীনজাতি বলিয়া বোধ হয় না, অথচ ইহারা কোন বর্ণের মধ্যে নহে, বর্ণ সঙ্করও নহে। কায়স্থও এইরূপ কোন উত্তম জাতি, অথচ কোন বর্ণের মধ্যে নহে, বর্ণ সঙ্করও নহে,—এমন হইতে পারে ত?

শশি।—তাহা হইতে পারে না। এই সকল জাতির কোন বর্ণের উল্লেখ নাই, কাযেই হয় ইহাদিগকে বর্ণবাহ্য সঙ্কর জাতি বলিতে পারেন অথবা ইহাদের আচার দেখিয়া কোন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন। কিরাত, নিষাদ, সূত, মাগধ প্রভৃতি অতি নগন্য মুষ্টিমেয় জাতি বলিয়াই বোধ হয় ইহাদের কোন জাতির উল্লেখ নাই। উল্লেখ নাই বলিয়াই তাহারা বর্ণ বা বর্ণসঙ্কর ছাড়া একটা পৃথক জাতি,—ইহা প্রমাণিত হয় না। কায়স্থ মুষ্টিমেয় নগন্য জাতি নহে। কায়স্থ একটা বিরাট বিশাল জাতি, এবং সমাজের ও রাজ সভার একটী অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শাস্ত্রে কায়স্থের বর্ণ নির্দ্দিষ্ট আছে। কায়স্থ যে

চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্গত তাহার ভূরি ভূরি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে। কিন্তু কায়স্থ যে চতুবর্ণের বাহিরে একটা পৃথক জাতি, ইহার কোন প্রমাণ নাই—ইহা সম্পুর্ণ মিথ্যা কল্পনা। সূত ব্যক্তিগত ভাবে গুণবান বলিয়া সম্মানিত হইলেও, জাতিগতভাবে তাহার হেয়ত্বের প্রমাণ-অভাব নাই। সূত ও মাগধ উভয়েই রাজার স্তুতি পাঠক ছিল, ইহাও তাহার অন্যতম প্রমাণ। কিন্তু কায়স্থ জাতিগত ভাবে সর্ব্বত্রই শ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত। তারপর সূত স্পষ্টাক্ষরে স্বয়ং তাহার বংশকে 'বেদবিদ্যাবিহীন' বলিয়াছেন। আর কায়স্থ 'শ্রুতাধ্যয়ন সম্পন্ন'—অর্থাৎ বেদবিদ্যাসম্পন্ন বলিয়া সর্ব্বত্র বর্ণিত। বস্তুতঃ শূদ্র, বর্ণশঙ্কর এবং তদ্রূপ দুই একটা বর্ণবাহ্য জাতি যতই ভাল হউক না, তাহারা বেদ বাহ্য। একমাত্র দ্বিজ ভিন্ন কাহারই বেদে অধিকার নাই। কায়স্থ দ্বিজবর্ণ না হইলে বেদবিদ্যা সম্পন্ন হয় না। সুতরাং কায়স্থ বর্ণবাহ্য কেমন করিয়া হইতে পারে?

উপাধ্যায়।—সত্যই চতুর্ব্বর্ণ বাহ্য সঙ্কর বা অন্যান্য যে জাতিই থাকুক না, তাহাদের হেয়ত্ব শাস্ত্র সিদ্ধ এবং স্বতঃসিদ্ধ।

শশী।—বৎসগণ! আরে যে যাহা বলুক, তোমরা

নিশ্চিত জানিবে যেসকল কায়স্থ আমাদের শাস্ত্র প্রমাণ সিদ্ধ বর্ণে অযথা সন্দেহ বা অবিশ্বাস জন্মাইয়া, আমাদিগকে বর্ণবাহ্য করিয়া, একটা অবান্তর জাতি প্রতিপন্ন করিতে চায়, তাহারা কেবল আত্মপ্রতারিত নহে, কিন্তু ঘোর আত্মঘাতী ও স্বজাতিদ্রোহী। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহারাই আবার বলে যে ব্রাহ্মণের ঠিক পরেই কায়স্থের স্থান,—অর্থাৎ কায়স্থ নাকি ক্ষত্রিয়ের তুল্য, কিন্তু ক্ষত্রিয় বর্ণ নহে। এই অযৌক্তিক কথার কোন মূল্য আছে কি? ব্রাহ্মণের নিম্নেই কায়স্থ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যদি কায়স্থকে বর্ণ বাহ্য কর, তবে উহা 'সোণার পাথর বাটী' সদৃশ একটা মিথ্যা কল্পনা মাত্রে গিয়া দাঁড়ায় নাকি?

উপাধ্যায়।—কায়স্থ শূদ্র বা বর্ণ বাহ্য হইলে, তাহার সংস্কারাদি বেদ মন্ত্র দ্বারা কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। অথচ তাহাই আবহমান কাল হইয়া আসিতেছে। এখন কায়স্থ হইয়া যাহারা কায়স্থকে শূদ্র বা বর্ণ বাহ্য বলিতে চাহে, তাহারা এক গুরুতর অপরাধ করিতেছে। তাহারা ভুলিয়া যায় যে তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত দেব পিতৃকার্য্য পণ্ড হইয়া যায়, এবং তাহাদের পিতৃপুরুষ নরকস্থ হয়! কারণ মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে একমাত্র তাহাদেরই অধিকার, যাহাদের গর্ভাধান হইতে শ্মশান শয্যা পর্য্যন্ত ক্রিয়া কলাপ

মন্ত্রদ্বারা সম্পন্ন হইবে। সে কাহারা? সে একমাত্র দ্বিজাতীরা, শূদ্র বা বর্ণবাহ্য অপর কেহই নহে (১)

বালকগণ।—(সমস্বরে)—আমরা আর ঐ সকল লোকের কথা শুনিতে চাই না। উপাধ্যায় মহাশয়,—এখন তবে আপনিই বলুন, আমরা কি?

উপাধ্যায়। তাহা আমি এখনও ঠিক বলিতে পারিতেছি না। আমি যতদূর শুনিলাম এই পর্যান্ত নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি যে কায়স্থ শূদ্র নহে, বর্ণ সঙ্কর নহে, বর্ণবাহ্যও নহে। আমার বোধ হয় ঘোষ ঠাকুর এবিষয়ে যথোচিত আলোচনা করিয়াছেন, এবং শাস্ত্রও তাঁহার দেশ দেখা আছে। তোমরা তাঁহাকে প্রশ্ন কর। আমি তাঁহার উত্তর নিবিষ্টচিত্তে শুনেতেছি। সমস্ত শুনিয়া পরে আমি পক্ষপাতশূন্য হইয়া আমার মতামত বলিব। এখানে শাস্ত্র গ্রন্থও যথেষ্ট আছে দেখিতেছি। অতএব তাঁহার প্রত্যেক কথা আমি যথা জ্ঞান এবং শাস্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইতে পারিব। এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে যদি স্থল বিশেষে আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় কোন আপত্তি বা পূর্ব্ব পক্ষ করিতে হয়, তাহাও করিব।

---

(১) মনু।

শশি।—অদ্য এখানে আপনার ন্যায় সুবিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত একজন ব্রাহ্মণের উপস্থিতি বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি। আশা করি আমি কোন ভ্রম করিলে, তাহা আপনি সংশোধন করিয়া দিবেন। বৎসগণ,—এখন আমি তোমাদের প্রশ্নের যথা ন্যায় উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ শাস্ত্রে কায়স্থের উৎপত্তি যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা এই :—

উৎপত্তি।

জীবের সৎ ও অসৎ কর্ম্ম জ্ঞানের উপযুক্ত কোন পুরুষের জন্য ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হইলে তাহার সর্ব্ব শরীর হইতে মস্যাধার, ও লেখনী হস্তে এক বিচিত্র স্বর্গীয় পুরুষ নির্গত হইলেন। দেবগণ সেই পুরুষকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে চিত্র গুপ্ত নাম প্রদান করিলেন। ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে জীবের সৎ ও অসৎ কর্ম্ম লিখন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। চিত্রগুপ্ত বাহ্য ইন্দ্রিয় কৃত কর্ম্ম দূরে থাকুক, মনঃকৃত কর্ম্মও জানিতে পারেন, এমন কি তিনি

সর্ব্বজ্ঞ। তিনি দেব গণের ন্যায় যজ্ঞভাগভোজী, দ্বিজগণ ইঁহাকে আহুতি প্রদান করেন। ব্রহ্মকায় হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইঁহার জাতীয় নাম হইল 'কায়স্থ'। (১)

ব্রহ্মা বলিতেছেন,—"ক্ষত্রিয় দিগের যে আচার ও সংস্কার উল্লিখিত আছে, কায়স্থগণও আমার অজ্ঞানুসারে সেই সেই আচার ও সংস্কার সম্পন্ন হইবে।" (২)

চিত্রগুপ্তের দুই স্ত্রী। ধর্ম্মশর্ম্মার কন্যা ইরাবতী এবং দেব কন্যা দক্ষিণা। ইরাবতীর গর্ভে তাহার ৮ পুত্র এবং দক্ষিণার গর্ভে ৪পুত্র জন্মে। মতান্তরে তাঁহার তিন স্ত্রী ছিল, এবং প্রত্যেকের গর্ভে চারিটী করিয়া পুত্র জন্মে। যাহাহউক, চিত্রগুপ্তের বার পুত্র। ইহাদের নাম যথা,—চারু, সুচারু, চিত্র, চিত্রচারু, মতিমান, হিমবান, অরুণ, অতীন্দ্রিয়, ভানু, বিভানু, বিশ্বভানু ও বীর্য্যভানু। ইহারাই বাসস্থান ভেদে বা ক্রিয়া বিশেষের জন্য অধুনা মাথুর, গৌড়, ভট্টনাগরিক, শ্রীবাস্তব, অম্বষ্ঠ, সূর্য্যসেনা, সূর্য্যধ্বজ, বাল্মিকী, কুলশ্রেষ্ঠ, নিগম, অষ্ঠানা ও করণ—এই দ্বাদশ শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে।

---

(১) পদ্মপুরাণ। পণ্ডিত তারা নাথ তর্ক বাচস্পতি (কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক) কৃত 'বাচস্পত্য' অভিধান দ্রষ্টব্য।

(২) ভবিষ্য পুরাণ। 'বাচস্পত্য, অভিধান'

বেহার ও উত্তর পাশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থ জাতি অদ্যাপি এই বার শাখায় বিভক্ত। ইঁহারা প্রায়ই কোন উপাধি ব্যবহার করেন না। সকলেই 'লালা' (অর্থাৎ প্রিয়, অথবা লাল=মানিক) বলিয়া পরিচিত।

অনিল।—বাঙ্গালা দেশের কায়স্থরা ইহার কোন্ কোন্ শাখার অন্তর্ভূক্ত ?

শশি।—সূর্যধ্বজ হইতে ঘোষ, গোড় শাখার চন্দ্রহাস হইতে বসু, বিশ্বভানু বংশজ রবিরত্ন হইতে গুহ, শ্রীবাস্তব বংশজ চন্দ্রদেহ হইতে মিত্র, সখসেনা বংশজ রবিদাস হইতে দত্ত উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ অন্যান্য শাখা হইতে নাগ, নাথ, দাস, সেন, সিংহ, পালিত, দেব প্রভৃতির উৎপত্তি।

অনিল।—চিত্রগুপ্তের সন্তান ছাড়া অন্য কোন শ্রেণীর কায়স্থ নাই কি ?

শশি।—আর এক শ্রেণীর কায়স্থ আছে, তাহাদিগকে চান্দ্রসেণী কায়স্থ বলে। (১)

অনিল।—তাহাদের উৎপত্তি কিরূপে হইল ?

শশি।—তোমরা শুনিয়াছ পরশুরাম একুশবার ক্ষত্রিয় কুল ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণুর অবতার ছিলেন। কাযেই তাঁহার অমানুষিক পরাক্রমে ভীত ক্ষত্রিয়গণ ইতঃস্ততঃ

(১) স্কন্দ পুরাণ

পলায়ণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে মহারাজা চিত্রসেনের গর্ভবতী মহিষী দাল্‌ভ্য মুনির শরণাপন্ন হন। পরশুরাম সন্ধান পাইয়া দাল্‌ভ্যের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পরশুরাম গর্ভস্থ ক্ষত্রিয় শিশুকেও বধ করিতে ছাড়িতেন না। মুনি তাঁহাকে বহু সম্মান পূর্ব্বক পাদ্যঅর্ঘ্যাদি দ্বারা সৎকার করিলেন। পরশুরাম রাণীকে বধ করিতে উদ্যত হইলে মুনি গর্ভস্থ বালকের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। পরশুরাম মুনির সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু বলিলেন যে শিশুকে দুষ্ট ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে বহিস্কৃত করিয়া "কায়স্থ" আখ্যা প্রদান করিতে হইবে। মুনি ইহাতে সম্মত হইলেন, এবং বালক জন্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা না দিয়া চিত্রগুপ্তের আচরিত কায়স্থ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এই চন্দ্রসেন পুত্র চিত্রগুপ্তবংশীয়া এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া কায়স্থ জাতির বিস্তার বৃদ্ধি করিলেন।

অনিল।—এই দুই জাতীয় কায়স্থ ব্যতীত আর কোন কায়স্থ আছে?

শশি।—আছে। সূর্য্য বংশীয় রাজা অশ্বপতি (যিনি ভৃগু শাপে রাজ্য নাশ হেতু লিপি কার্য্য অবলম্বন করেন) হইতে "সূর্য্য বংশীয় পত্তন প্রভু কায়স্থ;" চন্দ্রবংশীয় রাজা

কামপতি হইতে "চন্দ্র বংশীয় দমন প্রভু কায়স্থ," রাজা উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব হইতে "ধ্রুব প্রভু কায়স্থ" কথা প্রসিদ্ধ আছে।

অনিল।—এই সকল কায়স্থের বাসস্থান কোথায় ?

শশী।—উক্ত পঞ্চ শ্রেণীর কায়স্থদের বাস স্থানের বিবরণ বলিতেছি শুন। মান্দ্রাজে চিত্রগুপ্তজ ও চান্দ্র-সেণী কায়স্থের বাস আছে। বোম্বাই প্রদেশে পত্তন প্রভু, দমন প্রভু এবং ধ্রুব প্রভুদের বাস। ইঁহারা ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত। গুজরাট ও সিন্ধু প্রদেশে ধ্রুব প্রভুদের বাস আছে। মধ্যভারতে চন্দ্রসেনবংশীয় কায়স্থের বাস আছে। বেহার ও তাহার উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কায়স্থ চিত্রগুপ্তবংশীয় বলিয়া পরিচিত।

অনিল।—আপনি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ত বোধ হয় বাঙ্গালার কায়স্থরা চিত্রগুপ্তবংশীয়। ইহা ছাড়া কি অন্য কোন কায়স্থ বঙ্গদেশে নাই।

শশী।—প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ধ্রুবানন্দ মিশ্রের লিখিত কায়স্থকুল কারিকায় আছে যে, কান্যকুব্জ হইতে আগত ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত—ইহারা চিত্রগুপ্তের সন্তান। বঙ্গের কায়স্থ সাধারণ ইহাই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এই কয় শ্রেণী ছাড়া আরও যে বহু

শ্রেণীর কায়স্থ বঙ্গদেশে আছেন, তাঁহারা সকলেই চিত্রগুপ্ত বংশীয় কিনা এবিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। ঘটক কারিকায় দেখা যায় ঘোষ বসু প্রভৃতি কনৌজী কায়স্থগণের বঙ্গে আসিবার পূর্ব্বে গৌড়দেশে কায়স্থের বাস ছিল। গৌড় হইতে কার্য্যবশে তাহারা বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করে। তাহারা ও কনৌজী কায়স্থেরা এক মূল বংশীয় নাও হইতে পারে। কেহ কেহ এমনও বলেন, মিত্র, বসু, গুহ, সেন, চাকী চন্দ্র বংশীয়, এবং ঘোষ বংশ অতি প্রাচীন বৈদিক যুগের ক্ষত্রিয়, নাগ ও নন্দী উভয়েই মগধ দেশীয় ক্ষত্রিয়। (১)

"যদি কেহ সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কায়স্থ জাতিতত্ত্ব লিখেন, তাহা হইলে বলিবেন সকল কায়স্থের মূলই মহাভারতীয় ক্ষত্রিয় বলিয়াই আবিষ্কৃত হইবে। মহাভারতে দেখা যায় পূর্ব্ব দিগ্বিজয়ে ভীমের সহিত যে সকল রাজা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সকল বংশ এখনও বঙ্গের কায়স্থ মধ্যে দৃষ্ট হয়।" (২)

---

(১) কায়স্থ সমাজের ২য় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ দ্রষ্টব্য।

(২) ঐ ঐ।

অনিল।—সকল কায়স্থই কি চিত্রগুপ্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন ?

শশী।—ব্রহ্মা চিত্রগুপ্তকে যে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন তাহাই কায়স্থের জাতীয় ধর্ম্ম। তবে বহু বহু কায়স্থ বংশ নানা স্থানে রাজ্য স্থাপন পূর্ব্বক ক্ষিতি পালন ও প্রজারক্ষা কার্য্যে ক্ষত্রিয়োচিত রাজন্য ধর্ম্মেরই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। যাহা হউক, কায়স্থের উৎপত্তি বিবরণে আমরা জানিতে পারিলাম যে, কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত। অধুনা অনেকের মতে কায়স্থ মূল ক্ষত্রিয়েরই একটা শাখা।

গুণ-কর্ম্ম।

তার পর গুণ কর্ম্মের বিচার করিয়া কায়স্থের কি বর্ণ নির্ণয় হয় দেখা যাউক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে তিনি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। (১) গুণ তিন প্রকার, সত্ব, রজ ও তম। সত্ব,—শুদ্ধ, নির্ম্মল, জ্ঞানময় ;—ইহা ধ্যানধারণা পরায়ণ ব্রাহ্মণের গুণ। রজ—প্রবৃত্তি ও কর্ম্মের উত্তেজক, ভোগ-ঐশ্বর্য্য মূলক—ইহা শৌর্য্যবীর্য্যবান ক্ষিতিপালক ক্ষত্রিয়ের গুণ। তমঃ—জড়তা,

(১) গীতা।

মূঢ়তা ও বিবেক হীনতার ভাব—ইহা বিদ্যাবুদ্ধিহীন একমাত্র কায়িক শ্রমজীবী পরিচারকের গুণ। তম মিশ্রিত রজঃ—কৃষি বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈশ্যের গুণ। এই কয়টী গুণের আলোচনা করিলে আমরা কায়স্থকে কোন্ স্থানে দেখিতে পাই? আমরা দেখিতে পাই কায়স্থ ক্ষিতি পালন কার্য্যে নিয়তই রাজার সমধর্ম্মী। রাজধর্ম্মের দুইটী প্রধান অঙ্গ। একটী বহিঃ শত্রু হইতে দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ বিভাগ (Military Department)। অন্যটী প্রজা রক্ষার জন্য অভ্যন্তরিন শাসন বিভাগ (Civil Department)। যাহারা যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত, তাহাদিগকে অসিজীবী ক্ষত্রিয়, আর যাহারা আভ্যন্তরিন শাসন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত, তাহাদিগকে মসিজীবী ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে। "অসি দ্বারা রাজ্য রক্ষিত এবং মসি দ্বারা স্থাপিত হয়—উভয়ই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বলিয়া জগতে বিখ্যাত।" বস্তুতঃ কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়কে পর্য্যায় শব্দ (Convertible terms) বলা যাইতে পারে। অমর কোষে ক্ষত্রিয়কেও লিপিকর বলা হইতেছে। শাসন বিভাগ প্রধানতঃ কায়স্থ রাজকীয় কর্ম্মচারীর হস্তেই ন্যস্ত ছিল। কারণ লেখকগণকে কায়স্থ হইতে হইবে, তদুপরি কায়স্থ মন্ত্রীরও অভাব ছিল না। কায়স্থকে যখন 'সান্ধি বিগ্রাহিক' (Peace and war

minister) নামক উচ্চ সচিব পদে স্থাপিত দেখিতে পাই, তখন তাহার যে যুদ্ধ ব্যাপার পরিচালনেও যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিত ইহা বলাই বাহুল্য। এই সকল কর্ম্ম প্রধানতঃ রজঃ গুণের পরিচায়ক। স্বয়ং ভগবান বলিতেছেন গুণ কর্ম্ম অনুসারে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার ভিতর দুইটি কথা পাই,—একটী এই যে, বর্ণ চারিটি মাত্র, আর একটী এই যে, গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা সেই চারিটি বর্ণকে চিনিতে হইবে। হিন্দুমাত্রকেই ইহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইবে। অতএব গুণ ও কর্ম্মের বিচারে কায়স্থ ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের ভিতর আসিতে পারে না। তারপর, আমাদের দেশে পূর্ব্বে যে গ্রাম্য স্বায়ত্ব শাসন প্রথা (Village Self Government or township) ছিল, তাহাতে দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ গ্রামপতি, কায়স্থ লেখক, বৈশ্য কর সংগ্রহকারী, শূদ্র প্রতিহারী (চাপরাসী দ্বারবান) পদে নিযুক্ত হইত। (১) ইহাদ্বারা কায়স্থ যে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র হইতে পৃথক বর্ণ, এবং ব্রাহ্মণের পরেই তাহার স্থান, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। অতএব কায়স্থকে ক্ষত্রিয় স্বীকার করিতে হইবে। নানা ধর্ম্মশাস্ত্র ও প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা করিলেও ইহাই সিদ্ধ হয়। তোমরা শৈশবাবধি

---

(১) শুক্রনীতি।

আজ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে যাহার বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া আসিতেছ, সেই ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর' মহাশয় বোধ হয় এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়াই এক স্থানে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন —"কায়স্থ ক্ষত্রিয়"।

উপাধ্যায়।—এখানে একটী কথার বিচার আবশ্যক। মনুসংহিতাতে 'করণ' বলিয়া একটা জাতির উল্লেখ আছে এবং শাস্ত্রান্তরে করণের বৃত্তি লিপি কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শশী।—এই করণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়,—অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়া গর্ভজাত, কিন্তু সাবিত্রী সংস্কারহীন বলিয়া ব্রাত্য। ব্রহ্মপুরাণ মতেও করণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। গৌতম সংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে বৈশ্য-শূদ্রাজাত এক-করণের উল্লেখ আছে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়ও বৈশ্য হইতে শূদ্রা গর্ভজাত এক করণের উল্লেখ আছে। এই করণের বৃত্তি—রাজার ধন, শস্য ও অন্তঃপুরের তত্ত্বাবধায়ন। অতএব এই করণ মনুর ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ও নহে, কায়স্থও নহে। মহাভারতে ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যা গর্ভজাত এক করণের উল্লেখ আছে, এবং মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বের বিধানানুসারে এই করণকে ক্ষত্রিয় বলিতে হয়। তবে কায়স্থ যে বৈশ্যা গর্ভজাত ইহার কোন প্রমাণ নাই।

চিত্রগুপ্তের সন্তান যে করণ কায়স্থ,—তাহার সহিত এই সকল করণের কোন সংস্রব নাই। তবে মনূক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় এবং লিপি ব্যবসায়ী করণের সহিত কায়স্থের সাদৃশ্য আছে, এই পর্য্যন্ত মাত্র বলা যায়।

ইতিহাস।

অনিল।—আচ্ছা, ইতিহাসে কায়স্থের স্থান সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যায় কি ?

শশী।—আমাদের দেশের ধারা বাহিক ইতিহাস নাই। কিন্তু যাহা আছে তাহাতে দেখিতে পাই, ভারতের সর্ব্বত্র কায়স্থ রাজ সম্মান পাইতেন, এবং অনেক প্রদেশে অভিষিক্ত রাজার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

অনিল।—দুই একটা প্রমাণ দিন।

শশী।—এই বঙ্গদেশই ধর না কেন। এখানে শূর, পাল ও সেন বংশীয় রাজগণ,—যাঁহাদের কথা বাঙ্গলায় ইতিহাসে তোমরা পড়িয়াছ তাঁহারা সকলেই কায়স্থ ছিলেন। মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্বে প্রায় দুই সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া বঙ্গদেশে একচ্ছত্রী কায়স্থ রাজগণ শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন। কাশ্মীরের প্রামাণ্য ইতিহাস 'রাজ তরঙ্গিণী'

তে একদিক্রমে কর্কোট নাগ বংশীয় বহু কায়স্থ নৃপতির রাজত্ব কথা বর্ণিত আছে। কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া ইহারা রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে ললিতাদিত্য ও জয়াপীড় দিগ্বিজয়ী ছিলেন। মুসলমান রাজত্বে বঙ্গদেশ নামমাত্র বাদসাহের অধীন ছিল। প্রকৃত পক্ষে 'বারভূঞা' রাই বাঙ্গলা শাসন করিতেন। এই বারজন রাজার মধ্যে ছয়জন কায়স্থ,—যথা চন্দ্র দ্বীপে কন্দর্প নারায়ণ, যশোহরে প্রতাপাদিত্য, ভূষণায় মুকুন্দরায়, বিক্রমপুরে চাঁদরায় (ও কেদার রায়), এবং ভুলুয়ায় লক্ষণ মাণিক্য এই পাঁচজন বঙ্গজ কায়স্থ, এবং দিনাজপুরে গণেশ রায় বারেন্দ্র কায়স্থ ছিলেন। উত্তর রাঢ়ীয় বীর শ্রেষ্ঠ কায়স্থ রাজা সীতারামের নামও প্রসিদ্ধ। বঙ্গের কীর্ত্তিকাহিনী ইঁহাদের শৌর্য্য বীর্য্য পরাক্রমের সহিত জড়িত। ইঁহাদের শীর্ষস্থানীয় মহারাজ প্রতাপাদিত্য বঙ্গের গৌরব। মোগল বাদশাহের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ আবুল ফজেল লিখিয়াছেন:—"এখানকার (বাঙ্গলার) ভূপতি গণ অধিকাংশই কায়স্থ। তাহাদের সৈন্য সংখ্যা,—২৩০০০ অশ্বারোহী, ৮০১১৫০ পদাতী, ১১৭০ হস্তি, ৪২৬০ কামান এবং ৪৪০০ নৌকা।"

"বর্ণ নির্ণয়" গ্রন্থ হইতে একটু পড়িয়া শুনাইতেছি :— "শিলালিপি ও তাম্রশাসনে প্রাচীন কায়স্থ জাতির সামাজিক

অবস্থা অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। ঐ সকল সুপ্রাচীন ও প্রামাণিক বিবরণী হইতে জানা যাইতেছে যে পূর্ব্বকালে কায়স্থগণ হিমালয়স্থ উত্তর ভারত হইতে সিংহলদ্বীপ পর্য্যন্ত হিন্দুর অধিকারভুক্ত সর্ব্বত্রই হিন্দু রাজগণের নিকট সমাদৃত হইয়াছিলেন। সান্ধিবিগ্রাহিক কার্য্য এক সময়ে কায়স্থগণের এক চেটিয়া ছিল। হিন্দু নরপতিগণের নিত্য আয় ব্যয় রক্ষা রূপ জাতীয় লেখকতা ও গণকতা কার্য্য ব্যতীত অনেক কায়স্থ হিন্দুরাজ সভায় মন্ত্রীত্ব, কঞ্চুকিতা—(Office of Chamberlain), সর্ব্বাধিকার, কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি সমুচ্চ পদ ভোগ করিয়া গিয়াছেন। অনেকে আবার শৌর্য্যবীর্য্য প্রভাবে পুরুষানুক্রমে দুর্গাধিপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বহুতর শিলালিপি হইতে বুঝিয়াছি ব্রাহ্মণ রাজকবি, ক্ষত্রিয় রাজ সভায়, বিদ্বান কায়স্থের সুখ্যাতি গান করিতে বিস্মৃত হন নাই।" (১)

কাশ্মীরের ক্ষত্রিয় রাজা জয়াপীড় কায়স্থ নৃপতি আদি শূরের কন্যা কল্যানী দেবীকে বিবাহ করেন। ক্ষত্রিয় রাজা মান সিংহ বঙ্গবিজয়ে আসিয়া বিক্রমপুরের কায়স্থ রাজা কেদার রায়ের কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। পঞ্চ-কোটের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশীয় রাজা কল্যান

(১) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব কৃত বর্ণ নির্ণয়।

শেখরের পট্টমহিষী ছিলেন গৌড়ের কায়স্থ নৃপতি বল্লাল সেনের কন্যা। কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় সবর্ণ না হইলে এ সকল বিবাহ সিদ্ধ হইত না।

নদীয়ার ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তখনকার সমাজ-পতি ছিলেন। তিনি তাঁহার অনুষ্ঠিত "বাজপেয়ী" নামক বৈদিক যজ্ঞে কায়স্থকে ক্ষত্রিয়াসনে যজ্ঞ রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞ রক্ষায় একমাত্র ক্ষত্রিয়ের অধিকার।

মধ্য ভারত ও পাঞ্জাবে যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে চিত্রগুপ্ত বংশীয় 'নিগম' কায়স্থকে সূর্য্য-বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়।

এইরূপ বহু ঐতিহাসিক প্রমাণে কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ ইহা স্বীকার করিতে হয়।

অনিল।—আচ্ছা, আমাদের বংশের পূর্ব্বপুরুষদের সম্বন্ধে কি কোন লিখিত বিবরণ নাই?

শশী।—আছে বৈ কি! তাহাও তোমাদের বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য। আমি তোমাদিগকে সে বিবরণ আহ্লাদের সহিত শুনাইতে ইচ্ছা করি। তাহাতে জানিতে পারিবে যে তোমাদের বংশ কত উচ্চ!

বঙ্গাধিপ আদিশূর (খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দী) অপুত্রক ছিলেন।

তিনি পুত্র লাভের জন্য পুত্রেষ্টি নামক একটা যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশে উপযুক্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা যজ্ঞ রক্ষক ক্ষত্রিয় পাইলেন না। সেই জন্য তিনি কণৌজ (উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কাণপুরের নিকট) প্রদেশের রাজা বীর সিংহের নিকট দূত পাঠাইয়া দশটী দ্বিজের জন্য প্রার্থনা করিলেন। তোমরা স্মরণ রাখিবে আদিশূর দশজন দ্বিজ চাহিলেন। বীর সিংহ প্রথমতঃ অস্বীকৃত হইলে, উভয় রাজায় যুদ্ধ হয়। যুদ্ধশেষে বীর সিংহ ব্রাহ্মণাদি দশজন দ্বিজ বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। এখানে আবার লক্ষ্য করিবে যে দশ জন দ্বিজ সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না, কিন্তু ব্রাহ্মণ এবং অন্য জাতি ছিলেন। বঙ্গদেশে আসিলেন কাহারা? ইতিহাস বলিতেছে ৫ জন ব্রাহ্মণ এবং ৫ জন কায়স্থ। অতএব এই ৫ জন কায়স্থকে দ্বিজ বলিব না ত কি বলিব? তাঁহারা কিরূপে আসিলেন শুনিবে? যোদ্ধার বেশে—কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ পাল্কীতে। ঘোষ বসু মিত্র ঘোড়ায়, গুহ পাল্কীতে, দত্ত হাতীতে চড়িয়া আসিলেন।

বালকগণ।—তাহারাই কি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ?

শশী।—হাঁ, তাঁহারাই তোমাদের পরমপূজ্য পূর্ব্ব-পুরুষ। দেখিলে, তাঁহারা ক্ষত্রিয়োচিত বেশেই ভূষিত ছিলেন।

বালকগণ।—আচ্ছা, ব্রাহ্মণেরা কিরূপে আসিয়া ছিলেন ?

শশী।—তাঁহারা অনভ্যাস হেতু রাজোচিত যানে আসেন নাই। তাঁহারা আসিয়াছিলেন গরুর গাড়ীতে।

বালকগণ।—তার পর ?

শশী।—তার পর শুন তোমাদের সেই মহীয়ান পূর্ব্ব-পুরুষদের পরিচয়। মহারাজা আদিশূরের মহতী সভায় আমি যাহার সন্তান, সেই মকরন্দ ঘোষ মহাশয়ের যে পরিচয় দেওয়া হয়, তাহা এই :—

"ইনি ধর্ম্মরূপ বসনদ্বারা আবৃত, ব্রাহ্মণে ভক্তিমান, সংযতাত্মা, ঘোষবংশে সূর্য্য স্বরূপ দীপ্তিমান মকরন্দ ঘোষ। ইহার যশঃ শারদচন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল ও শুভ্র। দেবগণও ইহার শক্তি মান্য করিয়া থাকেন। ইনি সৌকালীন গোত্রজ, শৈব, ইহার কুলদেবতা কালী। ইনি ভট্টনারায়ণের শিষ্য, মহা তান্ত্রিক, বীরাগ্রগন্য, সূর্য্যধ্বজ (চিত্রগুপ্ত পুত্র, মতান্তরে মহাভারতোক্ত ক্ষত্রিয় নৃপতি সূর্য্যধ্বজ) বংশীয়।"

অজয়।—আমাদের পূর্ব্বপুরুষ কে ?

শশী।—অজয়! তুমি যাঁহার সন্তান, সেই দশরথ বসু মহাশয়ের পরিচয় শুন :—

"যে বসু সমস্ত ভূমণ্ডলের অধিপতি ছিলেন, তাঁহার বংশে এই দশরথ বসুর জন্ম। বসু বংশের শ্রেষ্ঠ শাখায়

জন্ম গ্রহণ করিয়া ইনি পৃথিবীব্যাপী কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। ইনি চেদী বংশের চন্দ্র স্বরূপ, পরাক্রমশালী, মহাবুদ্ধিমান, মহাত্মা, নির্ম্মল চরিত্র, গৌতম গোত্র, এবং দক্ষের শিষ্য।"

মহাভারত পড়িলে জানিতে পারিবে পৌরবনন্দন বসু ইন্দ্রের উপদেশে রমণীয় চেদি রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকের মতে এই ক্ষত্রিয় চেদিরাজ বসুর বংশেই দশরথ বসুর উৎপত্তি।

অনল।—আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ কে ?

শশী।—অনল! তুমি যাঁহার সন্তান, সেই বিরাট গুহ মহাশয়ের পরিচয় শুন :—

"এই বিরাট গুহ বিরাট পুরুষ (ব্রহ্মা) তুল্য, মহাতান্ত্রিক, বীরশ্রেষ্ঠগণের অগ্রগণ্য, অভিমানী, অগ্নিকুলোদ্ভব, দ্বিজপালক, বিবিধ পুণ্য কর্ম্মান্বিত, মহৎ চরিত্র, বুদ্ধিমান, সুতাপস, কাশ্যপ গোত্র, শ্রীহর্ষ শিষ্য, কালিকাভক্ত।"

বিষ্ণুপুরাণে আছে বশিষ্ঠ শাপে ইক্ষাকু পুত্র বিদেহ হইলে দেশ অরাজক হওয়ায় মুনিগণ অরণি (কাষ্ঠ বিশেষ) মন্থন করেন, তাহাতে জনকের উৎপত্তি হইল। রাজস্থানের নীলপীট নামক গ্রন্থে লিখিত আছে অগ্নিতে জন্মেন বলিয়া জনক অগ্নিবংশ। অনেকের মতে এই ক্ষত্রিয় অগ্নিকুলই

বিরাট গুহের কুল। ইহার অন্যতম প্রমাণ, জনক ও বিরাট উভয়ই কাশ্যপ গোত্রীয়।

অনিল।—আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ কে ?

শশী।—অনিল! তুমি যাহার সন্তান, সেই কালিদাস মিত্র মহাশয়ের পরিচয় শুন :—

"ইনি কালিদাস মিত্র, যশস্বীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বমান্য, ধীর, সত্যবান। ইঁহার যশ শারদচন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল। ইনি বৈষ্ণব প্রধান, রথীশ্রেষ্ঠ, প্রতাপশালী, শাস্ত্রজ্ঞানে সুপণ্ডিত, ছন্দড়ের শিষ্য ও বিশ্বামিত্র গোত্র।" অনেকের মতে হরিবংশে উক্ত চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজ দিবোদাসের মিত্রাখ্য পুত্রগণই মিত্র বংশের আদি।

অজিৎ।—আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ কে ?

শশী।—অজিৎ! তুমি যাঁহার সন্তান, সেই পুরুষোত্তম দত্ত মহাশয়ের পরিচয় শুন :—

"এই পুরুষোত্তম দত্ত অগ্নিদত্ত বংশজাত, বংশের প্রদীপ স্বরূপ, সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ, কৃতি, মহামানী, বলশালী, রথীশ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে প্রধান, সকসেন কুলজাত, মৌদগল্য গোত্র, যুদ্ধকুশল, শাস্ত্রজ্ঞ, ইহার কুলদেবতা মহাদেব।" কেহ কেহ বলেন রামায়ণোক্ত ক্ষত্রিয়রাজ সাঙ্কাশ্যায়ন বা সাঙ্কাশ্য দেশপতি সূর্য্যবংশীয় শূরধ্বজ হইতেই সকসেনা কুলজাত।

বালকগণ।—আহা, আমাদের লোকপূজ্য পূর্ব্ব পুরুষগণ সকলেই কি মহামহিমময়, কি আদর্শচরিত্র, কি মহৎ! কেমন ধাম্মিক, কেমন বিদ্বান, অথচ কেমন বীরপুরুষ! তাঁহাদের সন্তান আমরা, আমাদিগকে হীন বলিতে পারে কে ?

উপাধ্যায়।—না বৎসগণ, তোমরা কখনই হীন নহ। তোমরা যে উচ্চ বংশীয়, ইহা কে অস্বীকার করিবে ? অতি উচ্চ জ্ঞানী না হইলে শাস্ত্র মতে কুলীন আখ্যা পায় না। তোমরা কূলীন সন্তান, তোমাদিগকে যাহারা হীন বংশ বলিতে চায়, হয় তাহারা অজ্ঞ, নয়ত কোন নীচ স্বার্থ বশে ঐরূপ বলে।

আচার ব্যবহার।

শশি।—দেশের ইতিহাস, তাম্রলিপি, বংশ বিবরণ—এ পর্য্যন্ত যতদূর পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, সে সবই কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের যথেষ্ট অনুকূল প্রমাণ। আশা করা যায়, উত্তরোত্তর অনুসন্ধানফলে আরও প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কায়স্থ জাতির কতকগুলি বিশেষ বিশেষ আচার ব্যবহার দ্বারাও তাহার দ্বিজত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত হয়।

অনিল।—সে কিরূপ ?

শশী।—সংক্ষেপে কয়েকটী মাত্র বলিতেছি।

(১) কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের আচার ও রীতি নীতি তুল্য। ব্রাহ্মণের বিধবাগণ যেরূপ আচার প্রতিপালন করেন. কায়স্থের বিধবারাও ঠিক তদ্রূপ করিয়া থাকেন। কায়স্থের নিত্য পূজা পদ্ধতি সমস্তই দ্বিজগণের অনুরূপ।

(২) অনেকস্থানে কায়স্থের সূতিকাশৌচ ঠিক ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির ন্যায়,—অর্থাৎ পুত্র জন্মিলে ২০ দিন, এবং কন্যা জন্মিলে ১মাস। শুদ্রের কিন্তু উভয় পক্ষেই এক মাস ব্যবস্থা।

(৩) অশৌচান্তে কায়স্থ শিশুকে সূতিকাগার হইতে গৃহে প্রবেশ করাইবার সময় তাহার হস্তে ধনুর্ব্বান দেওয়ার রীতি পূর্ব্ব বঙ্গে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। কায়স্থ ব্যতীত অন্য কোন জাতিতে এই রীতি দৃষ্ট না। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজেও অসি ধনুর্ব্বান দেওয়ার রীতি আছে। এই রীতিটির মূলে যে সত্য আছে তাহার অনুসন্ধান করিলেই বুঝা যায় কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচারী।

(৪) বঙ্গজ শ্রেণীর বিশুদ্ধ কায়স্থদের মধ্যে কুশণ্ডিকা হোম ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধই হয় না। অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে অধুনা ইহা লুপ্ত হইলেও দ্বিজেতর জাতির মধ্যে এ প্রথা

আদৌ থাকিতেই পারে না। ইহা কায়স্থের দ্বিজত্বের এক অকাট্য প্রমান।

(৫) বঙ্গজ কুলীন কায়স্থকে, অন্য জাতির কথা দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণগণও ঘোষঠাকুর, বসুঠাকুর, বলিয়া সম্বোধন করেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মণকে সাধারণতঃ 'পণ্ডিত', বা 'মহারাজ', এবং ক্ষত্রিয়কে ও ক্ষত্রিয়ের অন্তর্গত বলিয়া কায়স্থকেও 'ঠাকুর' (কায়স্থকে লালা ও কুমারও বলে) সম্বোধন করা হয়। এই প্রথাটি যে বঙ্গীয় কায়স্থ শ্রেণী বিশেষে অদ্যাপি প্রচলিত, ইহাও তাহার ক্ষত্রিয়ত্বের এক প্রমাণ।

(৬) অদ্যাপি বঙ্গের বহু স্থানে বঙ্গজ কায়স্থদের মধ্যে শ্রাদ্ধ-বাসরে শ্রাদ্ধ শেষে সরায় ভাত দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ইঁহাদের মধ্যে শ্রাদ্ধে অন্নপিণ্ড দিবার রীতি ছিল। ইহাতে একমাত্র দ্বিজের অধিকার।

(৭) উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে শীতলাষষ্ঠী পূজায় তাহাদের নিজ হস্তে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ব্রাহ্মণ পুরোহিত দেবতাকে উৎসর্গ করেন। দ্বিজ ছাড়া কাহারও পক্কান্ন দেবোদ্দেশে উৎসর্গ হয় না।

(৮) উত্তর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজে অদ্যাপি অন্ন দ্বারা চিতাপিণ্ড দেওয়া হয়। ইহাতে দ্বিজ ভিন্ন অন্যের অধিকার নাই।

আমার বোধ হয় এই সকল আচার ব্যবহারের মূল ভিত্তি অনুসন্ধান করিলে কায়স্থের দ্বিজত্ব তথা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত হইবে।

সাহিত্য।

সুপরিচিত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্যে, নাটকে, উপাখ্যানে যে যে স্থানে কায়স্থের উল্লেখ আছে, তাহাও বলিতেছি। এই সকল তদানীন্তন সমাজের দর্পণ স্বরূপ।

১। রাজা শূদ্রক রচিত "মৃচ্ছ কটিক" নাটকে রাজসভার বর্ণনা আছে। তাহাতে দেখিতে পাই রাজ সভায় কায়স্থ প্রাড়বিবাকের (প্রধান বিচার পতির) সহকারী (Assessor) এবং প্রধান লেখক (Registrar) রূপে বর্ণিত।

২। বিষ্ণুশর্ম্মা রচিত হিতোপদেশ নামক নীতি গ্রন্থে ও কায়স্থের পূর্ব্বোক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে।

৩। শ্রীহর্ষ রচিত 'নৈষধ চরিত' কাব্যে দেখিতে পাই, দময়ন্তী স্বয়ম্বরে ইন্দ্রাদি দেবগণের ন্যায় চিত্রগুপ্ত কায়স্থও আসিয়াছেন।

৪। দণ্ডী রচিত 'দশকুমার চরিত" নামক উপাখ্যান গ্রন্থে লিখিত আছে চিত্রগুপ্ত ধর্ম্মরাজের সহকারী।

৫। বিশাখা দত্ত রচিত 'মুদ্রা রাক্ষস' নাটকে পাটলি পুত্র রাজধানীতে রাজসভার বর্ণনায় লিখিত আছে যে, শাকট কায়স্থ রাজা চন্দ্রগুপ্তের সচীব ছিলেন। (৩০০ খ্রীঃ পূঃ)

৬। সোমদেব ভট্ট রচিত "কথা সরিৎ সাগর" গ্রন্থে কায়স্থের উচ্চস্থান নির্ণীত। ইহাতে লিখিত আছে, কায়স্থ একাই ব্রহ্মা ও রুদ্রের ব্যাপার নির্ব্বাহ করেন।

আমরা যে পথ ধরিয়াই অনুসন্ধান করি না কেন, তাহাতে দেখিতে পাই, হয় কায়স্থ মূল ক্ষত্রিয়েরই একটা শাখাবিশেষ, নয় ত ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। অধুনাতন আবিষ্কৃত বহু শিলালিপি হইতে এবং শাস্ত্র প্রমাণে পূর্ব্বোক্ত মতের যথেষ্ট সমর্থন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

—:০:—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কায়স্থের উপনয়ন সংস্কার লুপ্ত হইল কেন ?

—:*:—

অনিল।—শাস্ত্রোক্ত উৎপত্তি কথায়, গুণে, কর্ম্মে, বৃত্তিতে, আচারে, ব্যবহারে, সামাজিক রীতি নীতিতে কায়স্থ যে দ্বিজ ক্ষত্রিয় বর্ণ, তাহাত আমরা সুস্পষ্টই বুঝিতেছি।

উপাধ্যায়।—বৎসগণ, এবিষয়ে আরও দুই একটী কথা বুঝিতে হইবে। তোমরা যাহা বুঝিয়াছ তাহা ঠিক বলিয়াই আমার বোধ হইতেছে, কিন্তু এখনও একটা সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে। কায়স্থ যদি দ্বিজ বংশ, তবে তাহার উপনয়ন নাই কেন? এ কথাটার মীমাংসা, ঘোষ ঠাকুর কি করিয়াছেন ?

অনিল।—আজ্ঞা হাঁ;—এও ত একটা কথা বটে! আমাদের উপবীত নাই কেন ?

শাস্ত্রী।—উত্তম প্রশ্ন। যথাজ্ঞান উত্তর দিব। আবার বলিতেছি, দেশের ও সমাজের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। আর তজ্জন্যই যত গোলযোগ ও সংশয়ের সৃষ্টি। তবে বহু মনীষিগণের অনুসন্ধান ফলে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এ বিষয়ে যাহা তথ্য তাহা বলিতেছি।

যে যে কারণে লোকের ব্যবহার বদলাইয়া যায়, তন্মধ্যে তিনটি প্রধান যথা,—রাজ্য বিপ্লব, ধর্ম্ম বিপ্লব ও সমাজ বিপ্লব।

১। প্রথমতঃ, রাজ্য বিপ্লব এই দুর্ভাগ্য দেশের উপর দিয়া যে কতবার হইয়া গিয়াছে, তাহা ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বেও ভারতের উপর ম্লেচ্ছ ও শকাদি জাতির আক্রমণ কথা প্রসিদ্ধ আছে। শুধু আক্রমণ, যুদ্ধজয় করিয়া যদি কোন জাতি চলিয়া যায়, তবে তাহাদের সংস্পর্শে আচার ব্যবহারের কোন উল্লেখ যোগ্য পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু বিদেশী বা বিধর্ম্মীর রাজত্ব কিছু দিন স্থায়ী হইলে, বিজিতদিগের আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ইহার প্রমাণ ত প্রত্যক্ষই দেখিতেছি। ইংরাজ রাজার সংস্পর্শে বিজাতীয় শিক্ষা দীক্ষায় আমাদের সেই পূর্ব্বতন

আচার কি আর বজায় আছে? আমরা এক্ষণ চালচলনে, পোষাক পরিচ্ছদে, আহার বিহারে, শিল্পকলায়, গৃহের আসবাবপত্রে,—এমন কি ভাষায় পর্য্যন্ত কম বেশী ইংরেজী ভাবাপন্ন হইয়াছি। মোগল পাঠানের রাজত্বেও তাহাই হইয়াছিল। সে সময়ে মুসলমানী আদব কায়দা আমাদের জাতীয় আচার ব্যবহারের সহিত এরূপ ভাবে মিশ্রিত হইয়াছিল যে, তাহার চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত লুপ্ত হয় নাই। তাহার একটী সুস্পষ্ট প্রমাণ 'সত্যপীরের সিন্নি'তে আজও বর্ত্তমান। কোন্ জাতির মধ্যে পরিবর্ত্তনের বেশী সম্ভাবনা? যাহারা নিয়ত রাজ কার্য্যে রাজার বা রাজার জাতির সংস্পর্শে আসিয়া থাকে, যাহারা রাজার শাসনে,মন্ত্রণায়, বিপদে, আপদে, ক্রিয়া কর্ম্মে, আমোদে প্রমোদে, সর্ব্বদা রাজ সঙ্গী, তাহাদের মধ্যেই পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা সহজ ও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। জাতিগত হিসাবে ভারতে একমাত্র কায়স্থই হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বে এইরূপ নিয়ত রাজসহচর ছিল। মুসলমান রাজা এই জন্য কায়স্থকে 'লাল' (মাণিক্য) এই প্রীতি সূচক বিশেষণ দিয়াছিলেন। তাই অদ্যাপি বেহার হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্জাব পর্য্যন্ত কায়স্থগণ 'লালা' বলিয়া খ্যাত। কায়স্থকে রাজ কার্য্যের অনু-

রোধে বাল্য কাল হইতে আরবী পারসীতে ব্যুৎপন্ন হইতে হইত। এই বিজাতীয় শিক্ষা দীক্ষায় যে তাহাদের আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনের সহিত ধর্ম্ম বিশ্বাসও কতকটা অনুরঞ্জিত হইয়াছিল, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ইহার ফলে এবং রাজার অনুকরণে কায়স্থের যজ্ঞসূত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ হওয়া খুবই সম্ভব। আজ কালও দেখিতে পাই, বিজাতীয় ইংরাজী শিক্ষা দীক্ষা ফলে অনেকে (তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণই বেশী) উপবীত ফেলিয়া দিয়াছেন এবং দিতেছেন।

(২) দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মবিপ্লবের কথা ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস হইতে বেশই বুঝিতে পারা যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল সংঘর্ষে সমগ্র হিন্দুজাতির আচার ব্যবহারে, ধর্ম্মে কর্ম্মে একটা বিষম ওলট—পালট ঘটিয়াছিল। যাহারা বৈষয়িক ব্যাপার হইতে দূরে থাকিয়া কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আধ্যাপনা নিয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন, স্থানে স্থানে এইরূপ কয়েকটী মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর কোন সম্প্রদায়ই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। মহা পরাক্রমশালী সম্রাট ও রাজগণ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন, এবং রাজশক্তির সাহায্যে দেশে বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহার

ফলে এই হইল যে, বেদে বিশ্বাস লুপ্ত হইল, এবং বৈদিক সংস্কার কর্ম্মনাশার জলে ভাসিয়া গেল। যজ্ঞসূত্র তখন অর্থহীন, যাগযজ্ঞ কুসংস্কার মাত্র। সেই সময়ে রাজ সম্পর্কীয় কায়স্থ জাতির অবস্থা একবার মনশ্চক্ষে চিন্তা করিয়া দেখ। বোধ হয় সকলের পূর্ব্বে তাহারাই আর্য্য হিন্দুর চিহ্ন যজ্ঞসূত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া বুদ্ধ প্রচারিত উন্নত ও বিশুদ্ধ নীতি মার্গই মুক্তির একমাত্র হেতু বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ কুলজ্ঞ পণ্ডিত ধ্রুবানন্দ মিশ্রও তাঁহার কায়স্থ কারিকায় এই এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন,— "আধ্যাত্মিক জ্ঞান (অর্থাৎ বৌদ্ধ মতে বর্ণভেদ কাল্পনিক, সকলেই সমান, সন্নীতিতেই মুক্তি—এই মত) লাভ করিয়া কায়স্থগণ যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করেন। পরে তাঁহারা আগম মন্ত্রে দীক্ষিত হন। যদ্দ্বারা পাপের ক্ষয় ও দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, তত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ তাহাকে দীক্ষা বলিয়া থাকেন। আগমোক্ত বিধানে কায়স্থ সন্তানগণ পবিত্র হইয়া বিপ্রভক্ত হইলেন। তন্ত্রপারগ বলিয়া তাঁহারা তান্ত্রিক নামেও খ্যাত হন।" বৌদ্ধ স্রোতের গতিরোধ জন্য তন্ত্র আসিলেন সত্য, কিন্তু তাহাতে কায়স্থের লুপ্ত যজ্ঞোপবীত ও বৈদিক সংস্কারের পুনরুদ্ধার কৈ হইল? উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা

তাহাদের বঙ্গদেশীয় ভ্রাতাদের পূর্ব্বেই এই বৌদ্ধ ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার কারণ, সে অঞ্চলে বহু ক্ষত্রিয় নৃপতি বৌদ্ধ প্রসারে বাধা দিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়েন, এবং রাজশক্তি প্রভাবে ব্রাহ্মণ কায়স্থ পুনরায় উপবীত গ্রহণ করেন। ইহার মূলে পূর্ব্ব হইতেই ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রতিভা কার্য্য করিতেছিল, এবং তাহার ফলে বৌদ্ধ উচ্ছেদ ও আর্য্যধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতেছিল। আনন্দ গিরি কৃত 'শঙ্কর বিজয়' গ্রন্থে দেখা যায়, যে সকল ব্রাহ্মণ উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার শঙ্করাচার্য্যের প্রভাবে উপবীত গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণগণ যে আচার ভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা হলায়ুধ ভট্ট কৃত "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ আছে।

মহারাজ আদিশূরের মহতী চেষ্টায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কায়স্থ বঙ্গদেশে আসিতে আরম্ভ করিলেন এবং এদেশে বৈদিকাচার পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই। তৎপর কায়স্থ পাল, সেন বংশীয় সার্ব্বভৌম নরপতিগণ সমধিক বৌদ্ধপরায়ণ থাকায় আদিশূরের চেষ্টা অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হয়। তোমরা শুনিয়া বিস্মিত হইবে বল্লাল সেন—যিনি কৌলিন্যের প্রবর্ত্তক—তিনি প্রথম জীবনে বৌদ্ধতন্ত্রবাদী ছিলেন এবং

তাঁহার অনুকরণে কায়স্থের ত কথাই নাই, বহু ব্রাহ্মণও উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে বল্লাল সেন স্বীয় গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট কর্ত্তৃক বৈদিক মতে পুনরায় দীক্ষিত হইয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে, বৈদিকী দীক্ষা ভিন্ন কোন ব্রাহ্মণ যজন যাজনাদি করিতে পারিবেন না। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কায়স্থরা বোধ হয় ভাবিলেন,—আমাদের ত আর যজন যাজন করিতে হইবে না, কি প্রয়োজন তবে আর গুরুগৃহে গিয়া বেদ পাঠের, এবং ইহাই যদি আবশ্যক না হইল, তবে আর পুনরায় উপবীত গ্রহণেরই বা আবশ্যকতা কি?

(৩) তৃতীয়তঃ, ধর্ম্মবিপ্লবের ফলে সমাজবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। তবে কোন কোন সময়ে হিন্দুধর্ম্মের অভ্যন্তরেই উত্থিত নব নব ধর্ম্মমতের ফলে ধর্ম্মবিপ্লব অপেক্ষা সমাজ বিপ্লব একটু বেশী হয়। যেমন, শিখ ও আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের সাম্যবাদ অনেক পরিমাণে স্থায়ী হইয়াছে। শিখধর্ম্ম মুসলমান ধর্ম্মের গতিরোধ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের উপকার সাধন করিয়াছে সত্য। আবার বঙ্গে আধুনিক বৈষ্ণব ধর্ম্মও বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার গতিরোধ করিয়া, এবং নিম্ন পর্য্যায়ের কদাচার

লিপ্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষুনীদিগকে—যাহারা আজকাল নেড়া-নেড়ি নামে প্রসিদ্ধ—ভক্তি পথে আনিয়া হিন্দুধর্ম্মের উপকার সাধন করিয়াছে সত্য। এবং এই সকল ধর্ম্মের উচ্চ উদার ভাব ও লক্ষ্য সম্বন্ধেও কোন সংশয় নাই। কিন্তু এই সকল ধর্ম্ম সাম্যবাদী। বোধ হয়, এই সাম্যবাদ উক্ত বিরোধী ইস্লাম ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত একটা সামঞ্জস্য বিধান, বা 'রফা'। কিন্তু আপামর সাধারণে প্রচারিত সাম্যবাদের ফলে বাহ্যিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান, চিহ্ন, লক্ষণ প্রভৃতির আবশ্যকতায় বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়ে। পুনরায় সংস্কার গ্রহণের প্রতিকূলে ইহাও অনেক পরিমাণে সহায়তা করিয়াছিল। যখন দলে দলে শিক্ষিত লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিতেছিল, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহার গতিরোধ করিয়া হিন্দুসমাজের উপকার সাধন করিল। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সাম্যবাদের দোহাই দিয়া অনেকে উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

অতীত কালে কায়স্থের উপবীত ত্যাগের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে এই সকল রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব ও সমাজবিপ্লব কথার সম্যক্ আলোচনা করা উচিত নহে কি, উপাধ্যায় মহাশয়?

উপাধ্যায়।—অবশ্যই উচিত। আমি দেখিতেছি মনীষি-

গণের অনুসন্ধানলব্ধ এই সিদ্ধান্ত অমূলক নহে। আমি আরও দেখিতেছি, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের কথাও ঐ সত্যের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। যে প্রবল বিপ্লবের যুগে অল্পসংখ্যক বেদাচারী ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর সকল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য একাকার হইয়া শূদ্রাচার অবলম্বন করিয়াছিল, সেই বিপ্লবের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া তৎপরবর্ত্তী বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহারই বিকৃত ফলস্বরূপ সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কেহ যদি বলে (যেমন রঘুনন্দন বলিয়াছেন) যে কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুইটী মাত্র বর্ণ আছে, তবে বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে বলিতে গেলে, উহা নিতান্ত অন্যায় নহে। ধ্রুবানন্দ মিশ্র কায়স্থের উপবীত ত্যাগের যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা খুবই ঠিক।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—•—

উপবীত গ্রহণের আবশ্যকতা।

অনিল।—আমরা এক্ষণ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে কায়স্থ দ্বিজ ক্ষত্রিয় বর্ণ। অতএব আমাদের উপবীত গ্রহণ করা কি কর্ত্তব্য নয়?

উপাধ্যায়।—(আহ্লাদের সহিত)—তোমাদের এখনকার অবস্থা যে কি তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি। ঘোষঠাকুর! আপনি সংখ্য দর্শন পড়িতেছিলেন না?

শশি।—হাঁ।

উপাধ্যায়।—কৈ দেখি?

শশী।—এইত, নিন।

উপাধ্যায়।—বৎসগণ, এই পুস্তকের একটা কথা দিয়া তোমাদের অবস্থা বুঝাইতেছি। এই সংখ্য দর্শনে একটা সূত্র আছে। সেটা এই,—'রাজপুত্রবৎ।'

বালকগণ।—'রাজপুত্রবৎ'! ইহার অর্থ কি?

উপাধ্যায়।—'রাজপুত্রবৎ'—ইহার অর্থ কি না, রাজ পুত্রের ন্যায়। সাংখ্য দর্শন বলেন যতদিন মানুষ অজ্ঞানের দাস থাকে, ততদিন সে নিজে প্রকৃত পক্ষে যে কি বস্তু

তাহা ভুলিয়া নানা হীন কার্য্য করে। পরে যখন কোন জ্ঞানী তাহাকে জানাইয়া দেয় যে, 'তুমিত ক্ষুদ্র নহ, তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ',—তখন সে নিজের মহত্ব বুঝিতে পারিয়া জ্ঞানে উজ্জ্বল হয়, আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তখন তাহাকে আর বিষয়ের দাসত্ব করিতে হয় না, সে সকল বন্ধন ভাঙ্গিয়া মুক্ত হইয়া যায়। তাহাই একটা গল্পের দ্বারা বুঝান হইয়াছে।

বালকগণ।—গল্পটা কি, বলুন।

উপাধ্যায়— কোন সময়ে এক রাজার ছেলে দুর্দ্দৈব বশতঃ পিতামাতার আশ্রয় হারাইয়া একটা কুৎসিৎ স্থানে গিয়া পড়ে। সেখানে যত ইতর লোকের বাস। শিশু রাজপুত্র সেই সকল ইতর শ্রেণীর লোকদের সহিত মিশিয়া, বহুদিন তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের মত কদাচারী হইল, আর ভাবিল সে তাহাদেরই জাতীয় লোক। এইরূপে বহু দিন যায়। এক দিন রাজার মন্ত্রী অনুসন্ধান করিতে করিতে জানিতে পারিলেন, তাঁহাদের হারাণ রাজপুত্র অমুক গ্রামে নীচ জাতীয় লোকদের বাড়ীতে বাস করিতেছে। মন্ত্রী সেখানে উপস্থিত হইয়া রাজপুত্রকে বলিলেন,—'হায়! তুমি এখানে? তুমি যে রাজার ছেলে। আর তুমি কি না এই কদর্য্য স্থানে নীচ জাতীয় লোকদের সঙ্গে রহিয়াছ? চল, তোমাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যাই।' রাজপুত্র কি

সহজে সে কথা শুনে! সে ভাবিল ইনি মিথ্যা বলিতেছেন, আমি ত প্রত্যক্ষই দেখিতেছি যে আমি এই পল্লীর লোকদের জাতি। যাহা হউক, বুদ্ধিমান মন্ত্রী নানা উপায়ে তাহাকে বুঝাইলে, তখন তাহার বিশ্বাস হইল সে প্রকৃতই রাজার ছেলে। তখন সে রাজধানীতে আসিলে, রাজা তাহাকে সস্নেহে গ্রহণ করিলেন, এবং যথাশাস্ত্র সংস্কার করাইয়া, তাহার মলিনতা দূর করতঃ তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ইহাই হইল, রাজ পুত্রবৎ'—এই সূত্রটির অর্থ। এখন দেখ, তোমাদের অবস্থা সেইরূপ কিনা? তোমরাও সেই রাজার ছেলের মত আত্মবিস্মৃত হইয়া, অজ্ঞলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া, মনে করিতে তোমরা শূদ্র বা সেইরূপ অন্য কিছু একটা। কিন্তু আজ তোমাদের পরম হিতৈষী শাস্ত্রদর্শী শশিশেখর ঘোষ মহাশয়ের কৃপায় তোমরা বুঝিলে যে তোমরা শূদ্র নহ, ক্ষুদ্রও নহ, তোমরা ক্ষত্রিয়। তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের পরিচয় পাইয়া আজ তোমরা যে প্রকৃত কে, তাহা বুঝিলে। কিন্তু কেবল বুঝিলে ত হইবে না। এখন তোমাদের সেই রাজার ছেলের ন্যায় সংস্কার দ্বারা মলিনতা দূর করিয়া নিজপদ অধিকার করিতে হইবে।

বালকগণ।—আমাদের আর কোনও সংশয় নাই।

আমরা কায়স্থ ক্ষত্রিয়। যাহারা বলে আমরা সেই ইতিহাসের কৃষ্ণকায়, অনার্য্য, বিজিতে, দস্যু, দাস, শূদ্র তাহারা মিথ্যা কথা বলে। এখন আমাদের কি কর্ত্তব্য বলুন। আমরা বাড়ী গিয়া সেই ব্যবস্থা করিব।

উপাধ্যায়।—ঘোষ ঠাকুর, ইহাদের জিজ্ঞাস্যের উত্তর দিন।

শশী।—উপাধ্যায় মহাশয়! ব্যবস্থা দিবার ভার আপনার উপর। আমরা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের অনুগত, আর তাঁহারাও চির দিন আমাদের সহায়। আমরা 'রাজপুত্রবৎ' হইয়াও 'শূদ্রবৎ' হইয়া পড়িয়াছি। অর্থাৎ, উচ্চবর্ণ সত্ত্বেও উপনয়ন অভাবে আমরা হীন হইয়া পড়িয়াছি।

উপাধ্যায়।—তাহারই সংশোধন করিতে হইবে। আপনারা শূদ্রবৎ হইলেও শূদ্র হন নাই। আপনারা নিজ জাতির মধ্যেই আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন। শাস্ত্রে বলে সবর্ণ বিবাহোৎপন্ন কোন দ্বিজ বংশীয় মানব যদি উপনয়ন ও সাবিত্রীভ্রষ্ট হয়, তবে তাহাকে 'ব্রাত্য' বলে। ব্রাত্য একটা উপপাতক, এবং ইহার প্রায়শ্চিত্ত্য আছে। সেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় সে নিজের দ্বিজপদ অধিকার করিতে পারে। (১)

১। মনু।

অজিৎ।—আচ্ছা, বুঝিলাম ত যে আমরা ক্ষত্রিয়। কিন্তু যদি পৈতা নাই নেই, তাহাতে কি?

উপাধ্যায়।—শাস্ত্রানুসারে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা জানিয়াও না করিলে প্রত্যবায় আছে। কারণ উহা জ্ঞানকৃত পাপ। তাহা হইলে দেখ, ব্রাত্য পাতকের উপর আরও একটা পাপ অর্জ্জন করা হইল। এই ত গেল পাপের কথা। তারপর তোমরা পৈতা না নিলে লোকে তোমাদিগকে শূদ্র বলিবে, শূদ্র বলিয়াই কাগজে পত্রে লিখিবে, দেব পিতৃ কার্য্যে—শূদ্র দাস বলিয়াই তোমাদিগকে যাজক ব্রাহ্মণ ব্যবহার করিবে,—এই সকল হীনতা, এই সকল অকীর্ত্তি তোমরা ইচ্ছা করিয়া কেন বরণ করিবে? শাস্ত্রে বলে, সম্মানিত লোকের অকীর্ত্তি মরণেরও বাড়া। (১) তোমরা পৈতা না নিয়া 'আমরা ক্ষত্রিয়, আমরা ক্ষত্রিয়',—সহস্রবার চিৎকার করিলেও তোমাদের বাক্যে ও কার্য্যে অমিল দেখিয়া লোকে উহাতে কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, বরং ঘৃণা করিবে, আর বিদ্রূপের হাসি হাসিবে। (২)

বালকগণ।—আমরা আজই পৈতা নিয়া এই অপবাদের

---

(১) গীতা।

(২) নিবেদন দ্রষ্টব্য।—গ্রন্থকার।

প্রতিকার করিতে প্রস্তুত আছি। কেবল পিতামাতা কি বলেন জিজ্ঞাসা করিব।

শশী।—বৎসগণ! তজ্জন্য তোমাদের কোন চিন্তা নাই। বেলা অধিক হইয়াছে, এখন তোমরা বাড়ী যাও। আমি অদ্যই তোমাদের প্রত্যেকের পিতা ও আত্মীয় বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া একটা শুভ দিন স্থির করিয়া সংস্কারের উদ্যোগ করিব।

বালকগণ।—আজ্ঞা আচ্ছা। (উপাধ্যায় মহাশয় ও ঘোষ মহাশয়কে প্রণাম করিয়া বালকগণের প্রস্থান)

শশি।—উপাধ্যায় মহাশয়! আপনার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ, সহৃদয়, সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কয়জন আছেন?

উপাধ্যায়। এখনও সরল, সত্যবাদী, সৎসাহসী ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব হয় নাই।

শশী। দেখুন, এই পল্লীতেই হয়ত অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, যাহারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে। হয়ত বলিবে, সত্যব্রত উপাধ্যায়টা পাগল হইয়াছে, শশী ঘোষটা বিধর্ম্মী হইয়াছে।

উপাধ্যায়। ইহা অসম্ভব নহে। কারণ উহাদের অধিকাংশই যজমানী ব্রাহ্মণ। উহাদের বিদ্যা বুদ্ধির বহর কত তাত জানেন। সে পক্ষের অভাবটা হয়ত উহারা

"কায়স্থের বাপ পিতামহের ধর্ম্ম গেল, দেশাচার গেল, কুলাচার গেল",—ইত্যাদি বাক্‌জালে পূরণ করিবে। এবং উহাদের দলেও হয়ত বা আপনাদের স্বজাতীয় ধুরন্ধর কেহ কেহ যোগদান করিয়া ঘোঁট পাকাইবে। কিন্তু আপনারা যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হন, তবে আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, বিরুদ্ধাচারীরাই সুবোধের ন্যায় আপনাদের অনুসরণ করিবে। আর এই সব ব্রাহ্মণ ত আপনাদের বৃত্তিভোগী, আপনাদিগকে ছাড়িয়া ইহাদের চলিবে ? আমি যাইতেছি, এখানকার ব্রাহ্মণদের সহিত একবার বুঝা পড়া করিগে।

শশী।—তা বেশ। আমিও বালকদের পিতা ও অভিভাবকদের সহিত পরামর্শ করিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:o:—

মিলন।

শশি।—এই যে উপাধ্যায় মহাশয়! প্রণাম। কি সংবাদ?

উপাধ্যায়।—আমি এস্থানের ব্রাহ্মণদের সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া এবিষয়ে আলোচনা করিলাম। প্রথমে কায়স্থের উপনয়ন শুনিয়া সকলেই খড়্গ হস্ত। বলে কি না,—"কি! শূদ্রের পৈতা?" পরে যখন একে একে শাস্ত্রযুক্তি মুখে কায়স্থের প্রকৃত জাতিতত্ত্ব তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম, তখন তাহাদের মধ্যেই অনেকে স্থির হইয়া বিষয়টা শুনিতে বুঝিতে লাগিল। আবার কেহ কেহ শাস্ত্রযুক্তি কথা কাণে তুলিতেই চায় না। যাহা হউক, এই সকল গোঁড়াদের কথায় বড় একটা আসিয়া যায় না। তবে যাহারা কায়স্থের উপনয়নের কর্ত্তব্যতা বুঝিল, তাহারাও এ বিষয়ে কি করিবে না করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অর্থাৎ, কি করিতে কি করিবে,—এই একটা ভয়ে তাহারা ভীত।

শশী।—আমাদের স্বজাতীয় কায়স্থদের অবস্থাও ঠিক তাই। আমি সেই বালকদের পিতা, অভিভাবক ও আত্মীয়বর্গের সহিত পরামর্শ করিতে গিয়া দেখিলাম, উক্ত বালকগণের উপবীত লইবার উৎসাহে পূর্ব্বেই ঘরে ঘরে এই বিষয় লইয়া আন্দোলন চলিতেছে। উহাতে কেহ স্তম্ভিত, কেহ বিস্মিত, কেহ ভীত। বিশেষতঃ একজন পুরোহিত ঠাকুর—অন্দর মহলে যাহাদের অবারিত গতি—স্ত্রীলোকদিগকে নাকি ভয় দেখাইয়া বলিয়া গিয়াছে—"কায়স্থের পৈতা হইলে তোমাদের স্বামী পুত্র কেহ থাকিবে না, আর লক্ষ্মীও তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে!" কোন কোন বুদ্ধিমান এমনও বলিতেছে,—"উপাধ্যায়ে আর শশি ঘোষে মিলিয়া একি পাগ্‌লামি করিতেছ?" ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও সুধী কয়েক ব্যক্তিকে আমাদের প্রকৃত বর্ণ ও ইদানীং কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলে, তাঁহারা সকলেই আমার কথা এক বাক্যে স্বীকার করিলেন। তবে ঐ যা আপনি বলিলেন,—স্বীকার করিয়াও তাঁহারা কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। আবার কেহ কেহ কিছুতেই কোন কথা শুনিতে চায় না,—নিজ ন্যায়সঙ্গত স্বার্থে তাহারা এত অন্ধ! এক্ষন, আপনি কি বলেন?

উপাধ্যায়।—আমি ব্রাহ্মণদিগকে বলিয়া আসিয়াছি. অদ্য অপরাহ্নে শশী ঘোষঠাকুরের বাড়ীতে এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য সভা হইবে এবং আপনার অনুমতি না লইয়াই আমি তাহাদিগকে এই সভায় আহ্বান করিয়াছি।

শশী।—আপনি ভাল কার্য্যই করিয়াছেন। ইহাতে আমার অনুমতির অপেক্ষা নাই।

উপাধ্যায়।—আপনি পল্লীর কায়স্থ মণ্ডলীকে এক্ষনই সভার সংবাদ দিয়া আহ্বান করিয়া পাঠান। ব্রাহ্মণগণ অবিলম্বেই আসিবেন।

শশী।—যে আজ্ঞা, সভা কোথায় হইবে?

উপাধ্যায়।—আপনার চণ্ডী মণ্ডপেই হউক।

শশী।—বেশ। (সমাগত ব্রাহ্মণগণকে দেখিয়া) প্রণাম। আসতে আজ্ঞা হউক। বসুন।

উপাধ্যায়। এই যে, কায়স্থ মহাশয়েরাও উপস্থিত।

শশী।—(জ্যেষ্ঠগণকে)—নমস্কার, আসুন। এই যে, অজয় কুমার, অনিল কুমার, অনল কুমার, অজিৎ কুমার,—তোমরাও আসিয়াছ! আমি তোমাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কারণ তোমরাই এই বিষয়ে এক প্রকার প্রথম উদ্যোগী। আমি আশা করি তোমাদের কর্ত্তব্য পথে

আর কোন বাধা থাকিবে না। অভ্যাগতগণকে তোমরা যথাযোগ্য সম্মান ও আদরের সহিত বসাও।

বালকগণ। (উৎসাহের সহিত)—যে আজ্ঞা।

উপাধ্যায়।—(উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ কায়স্থগণকে সম্বোধন করিয়া) - আপনারা সকলেই এই সভার উদ্দেশ্য বিষয়ে অবগত আছেন। কায়স্থের বর্ণ নির্ণয় ও তাহার কর্ত্তব্য নির্ণয় সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জানিবার জন্য এই সভা আহ্বান করা হইয়াছে। অদ্য আমি ব্রাহ্মণগণের গৃহে গৃহে গিয়া কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ—ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা তাহাদিগকে বুঝাইয়াছি। শ্রীযুত শশী শেখর ঘোষ ঠাকুরও এখানকার কায়স্থ মুখ্য ব্যক্তি দিগকে তাহাই বুঝাইয়াছেন। এক্ষনে আপনাদের যাহা বক্তব্য থাকে বলুন।

হরিহর ভট্টাচার্য। (ব্রাহ্মণগণের প্রতিনিধি স্বরূপ)।— আমরা উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এ বিষয়ে যথেষ্ট শাস্ত্র প্রমাণ শুনিয়াছি। তাহাতে কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়বর্ণ তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং আমার মতে ঐ সকল প্রমাণের পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

অমরেন্দ্র বসু।—আমারও সেই মত। শ্রীমাণ শশী আমাদের নিকট যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে আমরা যে ক্ষত্রিয়বর্ণ সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ

নাই। সেই সকল প্রমাণের পুনরুল্লেখ করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। এক্ষণে আমরা চাই শূদ্রাপবাদ মোচন,—কায়স্থ শূদ্র এই যে একটা অমূলক, অশাস্ত্রীয়, মিথ্যা কলঙ্ক আমাদের উপর আরোপ করা হইয়াছে, এক্ষণে চাই আমরা সেই কলঙ্কের মোচন। সভায় এ বিষয়েই আমাদের কর্ত্তব্য নির্ণয় হউক।

শ্রীরাম চক্রবর্ত্তী (জনৈক যাজক ব্রাহ্মণ)।—তাহা হইলে ত কায়স্থের পৈতা লওয়াই কর্ত্তব্য বোধ হয়। আচ্ছা, তাঁহারা পৈতা লইতে হয় লউন, কিন্তু অশৌচটা এক মাসই পালন করিতে হইবে।

উপাধ্যায়।—এরূপ কথা আদৌ সরলতার পরিচায়ক নহে, এবং নিতান্ত অসঙ্গত। যখন কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকৃত হইল এবং উপবীত গ্রহণ করিল, তখন আবার তাহাকে দিয়া এক মাস অশৌচ পালন করাইবার অন্যায় জেদ কেন? এমন কি, কায়স্থ যখন ক্ষত্রিয় তখন উপবীত না থাকিলেও সে একমাস অশৌচ পালনে বাধ্য নহে, এবং অনায়াসেই বার দিনে শুদ্ধ হইতে পারে। শাস্ত্রালোচনা করিলে অশৌচের কোন বাঁধাবাঁধি সময় নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীরাম।—এ কথা কি বলিলেন? অশৌচ ব্রাহ্মণের দশ-

দিন, ক্ষত্রিয়ের বার দিন, বৈশ্যের পনর দিন, এবং শূদ্রের একমাস। তবে 'ন্যায়বর্ত্তী' (অর্থাৎ,—দ্বিজশুশ্রূষাকারী) শূদ্র বৈশ্যের ন্যায় পনর দিনে শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। আপনি কি ইহা মনুতে দেখেন নাই?

উপাধ্যায়।—দেখিয়াছি। কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে। অশৌচ কাল সম্বন্ধে মহর্ষিদিগের মত পর্য্যালোচনা করিলে বরং ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কেহ বা কোন জাতি ইচ্ছা করিলে অশৌচ কালের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে। যথা,—

শাতাতপ বলেন,—জনন মরণ অশৌচে সকল বর্ণেরই দশ দিনে শুদ্ধি হইবে। ফলতঃ, বিহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে নিম্ন হইতে উচ্চজাতির প্রায় সকলেই এই নিয়মে চলে। যদি কেহ কাল বৃদ্ধি ইচ্ছা করে, তবে শাতাতপের মতে এগার দিনে ক্ষত্রিয়, বার দিনে বৈশ্য এবং বিশ দিনে শূদ্র শুদ্ধ হইবে।

বশিষ্ঠ বলেন,—পনর দিনে ক্ষত্রিয়ের এবং বিশদিনে বৈশ্যের শুদ্ধি হইবে।

পরাশর বলেন,—ক্ষত্রিয়ের দশ দিনে, এবং বৈশ্যের বার দিনে শুদ্ধি হইবে। রামায়ণে লিখিত আছে যে দশরথের মৃত্যুতে ভরত এই বিধি অনুসারে দশ দিনে শুদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীরাম।—তবে কি আপনি বলিতে চাহেন,—যাহার যত দিন ইচ্ছা অশৌচ পালন করুক?

উপাধ্যায়।—আমি বলিতে চাই অশৌচ কালের হ্রাস বৃদ্ধিতে অথবা পরিবর্ত্তনে কোন গুরুতর প্রত্যবায় আছে,—এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। শাস্ত্রকার ঋষিরা অশৌচ অর্থে কি বুঝিতেন? তাঁহারা বলেন, জনম মরণ জন্য বেদোক্ত ক্রিয়া কর্ম্মে অনধিকার জন্মায়,—এমন একটি সংস্কারকে অশৌচ বলে। সুতরাং অশৌচ সর্ব্বাবস্থায় একরূপ হইতেই হইবে,—একথা শাস্ত্র সম্মত নহে। অশৌচ কালের তারতম্য কেবল চিত্তের শুদ্ধতা সংস্কারের উপর নির্ভর করে। এই জন্যই দেশকাল পাত্র অনুসারে একই বর্ণের মধ্যে অশৌচ কালের তারতম্য শাস্ত্রেও আছে, এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষ দিগের ব্যবহারেও দৃষ্ট হয়। চিত্তশুদ্ধির তারতম্যানুসারেই ব্রাহ্মণের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের বেশী দিন, তদপেক্ষা বৈশ্যের বেশী দিন, সর্ব্বাপেক্ষা শূদ্রের বেশী দিন অশৌচ পালন করিতে হয়। পরাশর মতে, ব্রাহ্মণের মধ্যে আবার সাগ্নিক ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ১ দিন; কেবল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ৩ দিন; আর সাগ্নিকও নহে, বেদপাঠীও নহে, এরূপ ব্রাহ্মণের পক্ষে ১০ দিন অশৌচ পালনীয়। আবার মহাভারতে দেখুন, পাণ্ডব গণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বহু আত্মীয় বধ জনিত শোকে মুহ্যমান

থাকায় নির্দ্দিষ্ট কাল বাড়াইয়া ১২ দিনের পরিবর্ত্তে ১মাস অশৌচ পালন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিলেন। অথচ সেজন্য তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব হারাইয়া শূদ্র হইয়া গেলেন না। অতএব অশৌচ কালের ন্যূনাধিক্যে পাপ স্পর্শিবে, এরূপ আশঙ্কা যেন কেহ মনে স্থান না দেন। তবে সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য কোন একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলিলেই ভাল হয়। কায়স্থগণ যদি আপন জাতি মধ্যে বার দিন অশৌচ কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া লয় তাহাতে কোন দোষ নাই, এবং কাহারও কোন আপত্তি হওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ তাহারা যখন ক্ষত্রিয়বর্ণ, তখন তাহাদের 'ন্যায়বর্ত্তী' শূদ্রের অপেক্ষাও নিম্নতর শূদ্রের ন্যায় একমাস অশৌচ পালন অবৈধ ও অতীব গর্হিত। উপবীতী কায়স্থর বার দিনের অধিক অশৌচ ধারণ কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

হরিশ তর্কনিধি।—আপনি কায়স্থকে ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উপবীত দিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু আপনি জানেন "পারস্কর" সূত্রে আছে, যাহারা তিন পুরুষ উপনয়ন সংস্কার হীন, তাহাদের সন্তানগণ ইচ্ছা করিলে ব্রাত্যস্তোম নামক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনয়ন ও বেদাধ্যয়নের অধিকারী হইতে পারে। এখন প্রশ্ন এই যে, কায়স্থ বহুপুরুষ অনুপনীত, তাহার কিরূপে উপনয়ন হইতে পারে?

উপাধ্যায়।—আপনি আপস্তম্ভের কথা বুঝি ভুলিয়া গিয়াছেন! পারস্কর সূত্রের সহিত আপস্তম্ভ বচন মিলাইয়া প্রশ্নটার মীমাংসা করিতে হইবে। আপস্তম্ভ বচনের অর্থ এই যে যাহাদের প্রপিতামহাদি উর্দ্ধতন কোন পুরুষের উপনয়ন ছিল বলিয়া স্মরণ হয় না, তাহারাও বেদ বিহিত বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিলে উপনয়ন ও বেদাধ্যয়নের অধিকারী হইতে পারে। অতএব ব্রাত্যতা দোষ অপরিহার্য্য নহে,—ইহার প্রায়শ্চিত্ত আছে।

হরিশ তর্কনিধি।—আপনি কি কায়স্থকে বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করিয়া উপবীত গ্রহনের ব্যবস্থা দিয়াছেন?

উপাধ্যায়।—না! আপনি কি জানেন না প্রায়শ্চিত্তের অনুকল্প আছে? ঋষিগণ দেশ কাল পাত্রানুসারে অনুকল্প ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত অনুকল্প ব্যবস্থা অনুসারে সর্ব্বত্র আচরিত হয় তাহা অবশ্যই জানেন। তার পর প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আর একটি ব্যবস্থা এই যে, তিনজন ঋষি অবস্থানুসারে কোন্ পাতকের কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে সে সম্বন্ধে যে মিলিত মত প্রকাশ করিবেন, তাহাই শিরোধার্য্য করিতে হইবে। এই শাস্ত্রনির্দ্দেশ অনুযায়ী ভারতের সর্ব্বপ্রদেশস্থ ঋষিতুল্য মাননীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান অবস্থায় কায়স্থের আচরণীয় ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে

যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা শ্রীযুত শশীশেখর ঘোষ মহাশয় আমাকে দেখাইয়াছেন * এবং আপনি দেখিতে পারেন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত ব্যবস্থার অনুমোদন করি এবং তদনুসারেই উপনয়নেচ্ছু কায়স্থগণ ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

পাণিনি প্রতিম তারানাথ তর্ক বাচস্পতি কায়স্থের উপ-নয়ন যোগ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। সমগ্র ভারতের পণ্ডিত মণ্ডলীর পূজ্য ঋষিতুল্য গাগাভট্ট বহু পুরুষ অনুপনীত ছত্রপতি শিবাজীকে পুনঃসংস্কার পূর্ব্বক উপবীত দিয়াছিলেন ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। শিবাজীর গুরু মহাপুরুষ রামদাস স্বামীও ইহা অনুমোদন করেন। শুধু কি পণ্ডিত গণেরই ব্যবস্থা? পুরী গোবর্দ্ধন মঠের জগদ্গুরু শ্রীমৎ মধুসূদন তীর্থস্বামী শঙ্করাচার্য্য, কাশীধামের পূজ্যপাদ ভাস্করানন্দ স্বামী, জগদ্বরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাত্মাগণ যখন তাহাদের কতকগুলি বঙ্গীয় কায়স্থ শিষ্যকে উপবীত দিয়া অনুকল্পব্যবস্থানুসারে কায়স্থের উপনয়ন যোগ্যতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তখন অপর সাধারণ লোকের কথার অপেক্ষা কি? এই সকল মহাজনের ব্যবস্থাইত আচরণীয়।

---

* পরিশিষ্ট দেখুন।

হরিশ তর্কনিধি (ব্যবস্থা পাঠ করিয়া)।—দেখিতেছি কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্যান্ত এবং সিন্ধুদেশ হইতে উড়িষ্যা পর্যান্ত ভারতের স্বনামখ্যাত সর্ব্বপূজ্য অধ্যাপক পণ্ডিত মণ্ডলী এই ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিয়াছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন কুতর্ক উপস্থিত করা ধৃষ্টতা মাত্র। আমি অবনত মস্তকে এই ব্যবস্থা স্বীকার করিতেছি।

রমেশ মিত্র।—কিন্তু শুনিতে পাই কেহ কেহ বলিতেছেন ব্রাত্য হইলেই মানব শ্মশান সদৃশ অস্পৃশ্য এমন একটা কিছু হইয়া যায় যে, তার পুনরুদ্ধারের উপায় নাই।

শশী।—যে শাস্ত্রে ব্রহ্মবধ, গুরুবধ প্রভৃতি মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত আছে তাহাতে ব্রাত্যতা নামক উপপাতকের কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই—একথা যাঁহারা বলেন, নিশ্চয় জানিবেন তাঁহাদের বিচার বুদ্ধি ঘোর সংকীর্ণতাদোষে দুষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা কি জানেন না, অন্ধক, বৃষ্ণি ও ভোজবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ব্রাত্য বলিয়া মহাভারতের নানা স্থানে উল্লেখ আছে? তাঁহারা কি জানেন না এই অন্ধক বৃষ্ণি বংশীয়দিগের সহিত বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় কুরু পাণ্ডবগণ বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াও সমাজে পতিত হন নাই? তাঁহারা কি জানেন না কৃষ্ণ বলরাম এই ব্রাত্য বৃষ্ণি বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম পবিত্র করিয়া গিয়াছেন? তাঁহারা কি জানেন না ব্রাত্য

বংশোদ্ভূত হইয়াও কৃষ্ণ বলরাম সন্দিপনী মুনির নিকট উপনয়ন গ্রহণ পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অতএব ব্রাত্য হইলে সংস্কারের অযোগ্য অস্পৃশ্য হইতে হইবে,—ইত্যাকার উক্তি বাতুলতা মাত্র।

যোগেশ (একজন উচ্চশিক্ষিত কায়স্থ যুবক)।-এ সময়ে রাজনৈতিক মুক্তিই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এখন সামাজিক ভেদাভেদ গুলো দূর করিয়া দেওয়াই ভাল নয় কি? ওগুলো ত উঠিয়াই যাইতেছে—তবে আর ভেদাভেদ বাড়াইবার প্রয়োজন কি?

উপাধ্যায়।- অর্থাৎ, আপনার মতে উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে সকলেই এক জাতি হইয়া যাউক। ভেদাভেদ দূর করিবার বোধ হয় এই অর্থ। কিন্তু ভেদাভেদ দূর হওয়া কখনও কোন দেশে সম্ভব কিনা, ইহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? কে বলিল, জাতি হিসাবে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ উঠিয়া যাইতেছে? এখনও ব্রাহ্মণগণ পুত্রদিগকে পৈতা দিয়া নিজেরা যে ব্রাহ্মণ তাহা সপ্রমাণ করিতেছেন। এখনও সকলে আপন আপন জাতির মধ্যেই বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন। এখনও সকলে আদম শুমারিতে (Census) আপন আপন জাতিরই পরিচয় দিয়া আসিতেছে। আজ পর্য্যন্ত ইহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই; বরং অনেক

নীচ জাতি কায়স্থাদি উচ্চ বর্ণভুক্ত বলিয়া পরিচিত হইতে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, এবং সেই জন্য Census এ আপনাদের প্রকৃত জাতি গোপন করিয়া কায়স্থ বৈশ্য বলিয়া লিখাইতেছে। (১) এই সব কি ভেদাভেদ উঠিয়া যাইবার লক্ষণ? তবে কেবল কায়স্থই তাহার স্বাধিকার বজায় রাখিতে নিশ্চেষ্ট থাকিবে কেন? এজন্য নিশ্চেষ্ট থাকিতে বলা আর তাহাকে আত্মঘাতী হইতে বলা একই কথা। একাকার কখনও যদি হয় হউক;—কিন্তু সেই একাকারের ইতিহাসে যেন এরূপ লেখা না থাকে যে কায়স্থ একটী হীন শূদ্র জাতি ছিল। আমারা চাই এইরূপ লেখা থাকিবে,—কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত দ্বিজ জাতি, ব্রাহ্মণের নিম্নেই তাহার স্থান ছিল। বলি, হে শিক্ষিত

---

(১) The claims in group C and D (কচারু জাতি, ময়রা জাতি, মেদিনীপুরের কাস্তজাতি ইত্যাদি) are oncs which would associate lower castes with the Baidyas or kayasthas, and could only operate to vitiate the statistics.—Census of India. 1921, voe. V. page 348.

"......For there is no doubt that individuals of other castes, especially Sudras and Baruis, returned themselves as kyasthas, who certainly were nething af the sort.—" Do, page 856.

(বিদ্যাসুন্দর ও রায়মঙ্গল), ৬। কাণাহরিদত্ত (মনসামঙ্গল), ৭। কৃষ্ণানন্দ বসু (মহাভারত), ৮। কাশীরামদাস (মহাভারত), ৯। কেবলকৃষ্ণ বসু (কাশীখণ্ড), ১০। গোবিন্দ দাস (সপ্তকাণ্ড রামায়ণ), ১১। নরোত্তম ঠাকুর (প্রেম-ভক্তি চন্দ্রিকা প্রভৃতি বহুগ্রন্থ), ১২। কবি ভবানী দাস (গজেন্দ্রমোক্ষণ), ১৩। কবি মহীন্দ্র (দণ্ডীপর্ব্ব), ১৪। মুকুন্দদাস (অমৃত রসাবলি), ১৫। যদুনন্দন (ঢাকুর বারেন্দ্রকুলগ্রন্থ), ১৬। রূপনারায়ণ ঘোষ (সপ্ত শতী চণ্ডী), ১৭। রাজা বসন্তরায় যশোর সমাজপতি (পদাবলি), ১৮। বাসুদেব ঘোষ (পদাবলি), ১৯। গদা-ধর দাস (জগৎমঙ্গল), ২০। শ্যামদাস দত্ত (গুরুদক্ষিণা) ইত্যাদি অসংখ্য পণ্ডিতের নাম করিতে পারি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বহু কায়স্থ গ্রন্থকর্ত্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কৃপাপাত্র বহু কায়স্থ বংশানুক্রমে অদ্যাপি ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতি সমূহের মন্ত্র গুরুরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। যথা, নরোত্তম ঠাকুরের বংশ, হলদা মহেশ-পুরে সুরানন্দ ঠাকুরের বংশ, শক্তিপুরে কালিয়া গোপালের বংশ, বসু রামানন্দের বংশ, ময়নাডালের মিত্র ঠাকুর বংশ। ইহারা এবং আরও বহু কায়স্থ গুরুবংশ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া ধর্ম্মজগতে কায়স্থের উচ্চাধিকার ঘোষণা করিতেছেন।

আধুনিক এই ইংরাজি সভ্যতার যুগেও কি ধর্ম্মক্ষেত্রে, কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি ব্যবহার ক্ষেত্রে, কি বিদ্বৎ সমাজে, বাণীর চির সেবক কায়স্থের সর্ব্বতোমুখী কৃতিত্ব দেদীপ্যমান। ইহারও কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা কে? কায়স্থ—যুগান্তরকারী চিন্তাপ্রবর্ত্তক অতিমানব (super man) শ্রীস্বামীবিবেকানন্দ। সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক বক্তা কে? কায়স্থ—রাম গোপাল ঘোষ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র-নৈতিক বাগ্মী কে? কায়স্থ—লাল মোহন ঘোষ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক কে? কায়স্থ—অক্ষয় কুমার দত্ত, কালী প্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, প্যারী চাঁদ মিত্র। সর্ব্ব প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক কাব্যরচয়িতা কে? কায়স্থ—কবি সম্রাট মধুসূদন দত্ত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক কে? কায়স্থ—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও নাট্যাচার্য্য কে? কায়স্থ—দীন বন্ধু মিত্র এবং গিরীশচন্দ্র ঘোষ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কে? কায়স্থ—আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ (Jurist) কে? কায়স্থ—রাস বিহারী ঘোষ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদ পত্র পরিচালক (Journalist) কে? কায়স্থ—শিশির কুমার ঘোষ। ব্রিটিশ মন্ত্রণা পরিষদে সম্রাটের এক মাত্র ভারতবাসী সচিব (Minister.) এবং এক মাত্র

ভারতবাসী প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তা (Governor) কে ? কায়স্থ—সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (Lord Sinha), ভারতে বর্ত্তমান জাতীয়তা যজ্ঞের সর্ব্বপূজ্য প্রধান পুরোহিত কে ? —ঋষি অরবিন্দ ঘোষ। বঙ্গে বীর ও যোদ্ধা কাহারা ? কায়স্থ—(আদিশূর হইতে প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বহু বহু বীরের কথা ছাড়িয়া দিলেও) সিপাহী বিদ্রোহের কর্ণেল কানু ঘোষ, পূর্ণিয়ার শ্যাম সুন্দর, ব্রেজিলের কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, ভারতীয় যুদ্ধবিভাগে প্রথম ব্রিটিশ কমিশন (Kings commission) প্রাপ্ত সেনা নায়ক সত্যব্রত সিংহ রায়। কত নাম করিব ? এইরূপ সর্ব্বক্ষেত্রে কায়স্থ আপন বুদ্ধিবলে, বিদ্যা প্রভাবে, সাহসে, উদ্যমে, মস্তিষ্ক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহারা আমাদের সমগ্র দেশের ও জাতির গৌরব। ইহাদিগকে কতকগুলি বিকৃত দেশাচারের দোহাই দিয়া জাতীয় হিসাবে অপকৃষ্ট প্রমাণ করিতে যাওয়া আমাদের আর্য্যত্বে ধিক্। যাহাদিগকে লইয়া আমরা গৌরব করি, তাহাদিগকেই একটা নিকৃষ্ট জাতি বলিতে গিয়া আমরা নিজেদেরই অপকৃষ্টতার পরিচয় দেই মাত্র। ইহাদিগকে বর্ণবাহ্য বা বেদবাহ্য বলিয়া তলায় ফেলিলে, আমাদের বাংলা দেশ আর্য্যদেশ বলিয়া মাথা তুলিবে কাহাকে লইয়া ?

কায়স্থকে উপযুক্ত স্থানে না বসাইলে আমরা ব্রাহ্মণ— দাঁড়াইব কাহাদের উপর ভর দিয়া ? আমরা ব্রাহ্মণ কি এত দিন একটা শূদ্র জাতির সহিত মিলিয়া, একটা শূদ্র জাতির সাহায্যে, সহায়তায় বাংলা দেশকে বড় করিতে চেষ্টা করিতেছি ? হে বঙ্গের দেশহিতৈষিগণ ! হে সমাজ হিতৈষিগণ ! স্বদেশকে গৌরবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত কর। ভিন্ন দেশীয়েরা আর যেন না বলে,—কেবল বাঙ্গলাই চতুর্ব্বর্ণ বর্জ্জিত, হীন দেশ। আপনারা বঙ্গের এই কলঙ্ক দূর করুন। বঙ্গে যদি ক্ষত্রিয় নাই থাকে, ক্ষত্রিয়বর্ণভুক্ত কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ের স্থান পূরণ করুক। বঙ্গের বণিক জাতি বৈশ্যের স্থান অধিকার করুক। ব্রাহ্মণ! তুমি এ কার্য্যে সহায় হইয়া, উহাদের উন্নতি সাধন করিয়া, নিজে আরও উন্নত হও। এই আমার নিবেদন।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ (প্রায় সকলে)।—উপাধ্যায় মহাশয়ের কথা আমাদের শিরোধার্য্য।

আনন্দশিরোমণি।—আমার সমস্ত সংশয় আজ দূর হইল। অগৌণে কায়স্থজাতির গায়ত্রীসহ উপবীত গ্রহণ কর্ত্তব্য। আমি এই স্থলেই উপনয়নের দিন স্থির করিয়া দিতেছি।

শশী।— আমি এই উপলক্ষে সত্যব্রত উপাধ্যায় মহাশয়কে

এবং অমল, অজয়, অনিল, অনল ও অজিৎ,—এই পঞ্চ কায়স্থ কুমারকে বিশেষ রূপে ধন্যবাদ দিতেছি। পল্লীর এই পাঁচটী বালকেরই প্রথম আত্মসম্মান জাগিয়াছিল। উহাদের আত্মসম্মান জাগরণের ফলে আমরাও আজ সম্মানিত ও জাগ্রত হইয়াছি।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

——:*:——

উপবীত গ্রহণ

যথা নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে পল্লীর বহু সম্ভ্রান্ত কায়স্থ সপুত্র উপবীত সংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিজবর্ণ ভূক্ত হইলেন। তাঁহারা ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পবিত্র যজ্ঞসূত্রে শোভিত হইয়া যখন সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলিকে প্রণাম, এবং পরস্পর জ্যেষ্ঠ কণিষ্ঠ ক্রমে নমস্কার আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, তখন উপস্থিত যাবতীয় লোকের কণ্ঠ হইতে এক মহা জয়োল্লাসধ্বনি উত্থিত হইল, এবং সেই ধ্বনি যবনিকার অন্তরালস্থ দেবিগণের হুলুধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ পূর্ণ করিল। কায়স্থ বালকগণ যখন কুমার-তপস্বী বেশে পূজনীয় উপাধ্যায় মহাশয়কে অবনত মস্তকে প্রণাম করিল, তখন তিনি আনন্দে অধীর হইয়া প্রত্যেককে তুলিয়া সস্নেহ আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক আলিঙ্গন দান করিলেন এবং বলিলেন :—

উপাধ্যায়।—কায়স্থ কুমারগণ, তোমরা আজ পিতা

মাতার, সমাজের, তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিলে! তোমরা আজ দাস আখ্যা পদদলিত করিয়া দেববর্ম্মা পদবী লাভ করিলে। তোমাদের মাতা ভগিনীগণ — যাঁহারা আচারে ব্যবহারে প্রকৃতই দেবী তাঁহারা—আজ 'দাসী' আখ্যা ত্যাগ করিয়া 'দেবী' আখ্যা গ্রহণ করুন। আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের এই দ্বিজত্বপদ বংশানুক্রমে অক্ষুণ্ণ থাকুক। তোমরা আজ যে পবিত্র সূত্র অঙ্গে ধারণ করিলে, তাহা তোমাদের বাক্যে, মনে ও কার্য্যে সতত পবিত্রতার চিহ্ন স্বরূপ হউক। তোমাদের পবিত্র জীবন তোমাদের গৃহীত এই যজ্ঞসূত্রকে সতত সমর্থন করুক। তোমাদের সেই শূর, বীর, বেদবিদ্যাসম্পন্ন, পুণ্যকীর্ত্তি, পূজ্য পূর্ব্বপুরুষগণ চিরদিন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম প্রচারে দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তাই বঙ্গের ইতিহাস ব্রাহ্মণ কায়স্থের কীর্ত্তিকলাপে পূর্ণ রহিয়াছে। তোমরাও এই উচ্চ আদর্শের নববলে বলীয়ান হইয়া সতত ব্রাহ্মণের সহায় হও। আইস কায়স্থ কুমারগণ! আবার আমাদের মিলিত চেষ্টায় হিন্দু ধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত হউক। ওঁ শান্তিঃ।

সমাপ্ত।

on his person, he performed Homa after vedic form and kayasthas of the same class do perform it. These are prohibited to Sudras.*** From the evidence of the celebrated pundits examined in Benares, and from the Vedas and Dharma Shastras I come to the conclusion that the plaintffi's father was a kshatriya and not a Sudra ..It is found that many Rajputs who are admittedly kshatryas have no sacred thread and have given up the ceremonies which they were bound to observe, but still they are not less kshatriyas than their kinsmen who observe all these ceremonies.

Extract from the Judgment passed by Pandit Ban-si Dhar (a Brahman), munsiff of Telhar, dated 31st march 1881, in re Sita Ram plaintiff versus Sunder Lal Defendant :—

In Mitakshara (Achara Adhaya v 335) the kayasthas, according to the kayastha Ethnology., are declared as writers & accountants.

The accountant was versed in sacred literature, which meant eminent in the study

of philosophy, grammer &c &c, and comprehending the vedas. The accountants probably belonged to the Dwija class. Now-a-days almost all the learned Pundits in India from Kashmir down to Cape Comorin, entertain the same view. The plaintiff has shown nothing to the contrary. Thus I think myself justified in holding that the kayasthas are to be classed among the twice born under the Hindu Law.

Extat from the Oudh Gazetteer (vol II, paye 374) compiled by C. W. Mac Min Esq C. S. under orders of Government :—

They (kayasthas) have now therefore been classed by these Pundits (Benares, Kashmir, Bengal & Bombay Pandits on a question having been referred to them by the Maharaja of Benares) as Chhattris, bearing the name of kayasthes & with the pen substituted for the sword, from a similarity of habits and customs and on some religious authority.

Extract from 'Brief View of caste system of Northwestern Provnices and Oudh' by John C. Nesfield M. A. (oxon), Inspector of schools :—

Kayasthas have from time inmemorial been allowed to wear the sacred cord, and many of them wear it still. The name of "Thakur" or Lord, which is by courtesy the title of chhattris, as Pandit or Maharaj is that of Brahmans, is not uncommon among men of the Kayastha caste. Local traditions are not wanting of Kayasthes who have won distinction as warriors and leaders of military bands.……It is not difficult to conceive that princes and the owners of landed estates generally would prefer to appoint thier own younger sons, or nephews, or any other near relatives to whom they have no land to give, but on whose honesty they could rely as thier estate managers and accountants, and that families or clans engaged in such work for several generations in succession, would gradually become detached from the parent caste and found a new one of their own.

—

Extract from the Principles of Hindu Law of Inheritance by Babu (afterwards Rai Bahadoor) Raj Kumar Sarvadhicary B. L. professor of Sanskrit, Canning collage, Lucknow :—

Do the Kayasthas of Bengal belong to any of the Superior Classes ? In several cases which came up before the Courts they were taken as sudras. The question, however, whether they belong to the Sudra class or not, raised in some of the cases, was not decided.

The question is a very important one and should be considered in all its bearings. The Kayasthas of Bengal indignantly deny that they are sudras and serveral learned treatises have been written to prove that they belong to the kshatriya class (see Kayastha Kaustabha by Raja Raj Narain Mitra Varma and Vyvastha. No 60 given by the Pandit of the Sadar Dewani Adalat, Agra dated 15th July 1861), &c &c.

— —

Extract from Ethnoloy of India by Campbell :—

In Bengal the Kayasthas seem to rank next, or nearly next to the Brahmins and form an aristocratic class.

Extrxct from the Judgment of the Hon'ble Judges of the Calcutta High Court in case Rajkumar Lal versus Bisessor Lal (I. L. R. Cal) :—

There is a preponderence of authority to evince that the Kayasthas of Bengal, or of any other country, were Kshatriayas.

(The Judges however thought) that the whole question has been summed up in the following passage of Babu Shyama Charan Sarcar's Vyvastha Darpan :—

"But since several centuries past the Kayasthas, at least those of Bengal, have been degenerated and degraded to Sudradom by using after their proper names the surname Dasa, peculiar to the sudras, and gfving up their own which is Varma, but principally by omitting to perform the regenerate ceremony, Upanayana, hallowed by the Gayatri."

পরিশিষ্ট।

(গ)

পণ্ডিতগণ প্রদত্ত কয়েকটী

ব্যবস্থা পত্র।

(মর্ম্মানুবাদ)

প্রথম ব্যবস্থা পত্র।

সর্ব্বপ্রথম, সন ১২৫৩ ইংরাজি ১৮৪৪ সালে আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত—নবদ্বীপ বিল্বপুষ্করিনী নিবাসী শ্রীপীতাম্বর তর্কভূষণ প্রমুখ ৩০ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত :—

বঙ্গের চারিশ্রেণীর কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ। ক্রিয়াকর্ম্মো-পলক্ষে তাঁহারা নামশেষে ভ্রাতা, বর্ম্ম শব্দ এবং তাঁহাদের স্ত্রীগণ দেবী শব্দ ব্যবহার করিবেন।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা পত্র।

ইংরাজী ১৮৭৫ সালে প্রদত্ত—

মহামহোপাধ্যায় বাপুদের শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়

কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি, প্রভৃতি কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় ও বঙ্গদেশীয় ৯৫ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত :—

চিত্রগুপ্ত বংশীয় কায়স্থগণ সকলেই ক্ষত্রিয় সন্তান ইত্যাদি প্রমাণসংযুক্ত বিস্তৃত ব্যবস্থা।

তৃতীয় ব্যবস্থা পত্র।

ইংরাজী ১৯০৩ সালে বঙ্গদেশের কায়স্থ সভার আহ্বানে কলিকাতায়। মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সর্ব্বভৌম প্রভৃতি ৩৭ জন ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ প্রদত্ত।

চতুর্থ ব্যবস্থা পত্র।

কাশীর মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাশচন্দ্র শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীসুধাকর শাস্ত্রী, স্বামী রাম মিশ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি ৬৬ জন অধ্যাপকের স্বাক্ষরিত :—

বঙ্গের চারি শ্রেণীর কায়স্থগণ বহু পুরুষ সাবিত্রী বর্জ্জিত হওয়ায় ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, এক্ষণ তাহারা যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণে অধিকারী হইবেন।

(বিদ্যাসুন্দর ও রায়মঙ্গল), ৬। কাণাহরিদত্ত (মনসামঙ্গল), ৭। কৃষ্ণানন্দ বসু (মহাভারত), ৮। কাশীরামদাস (মহাভারত), ৯। কেবলকৃষ্ণ বসু (কাশীখণ্ড), ১০। গোবিন্দ দাস (সপ্তকাণ্ড রামায়ণ), ১১। নরোত্তম ঠাকুর (প্রেম-ভক্তি চন্দ্রিকা প্রভৃতি বহুগ্রন্থ), ১২। কবি ভবাণী দাস (গজেন্দ্রমোক্ষণ), ১৩। কবি মহীন্দ্র (দণ্ডীপর্ব্ব), ১৪। মুকুন্দদাস (অমৃত রসাবলি), ১৫। যদুনন্দন (ঢাকুর বারেন্দ্রকুলগ্রন্থ), ১৬। রূপনারায়ণ ঘোষ (সপ্ত শতী চণ্ডী), ১৭। রাজা বসন্তরায় যশোর সমাজপতি (পদাবলি), ১৮। বাসুদেব ঘোষ (পদাবলি), ১৯। গদা-ধর দাস (জগৎমঙ্গল), ২০। শ্যামদাস দত্ত (গুরুদক্ষিণা) ইত্যাদি অসংখ্য পণ্ডিতের নাম করিতে পারি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বহু কায়স্থ গ্রন্থকর্ত্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কৃপাপাত্র বহু কায়স্থ বংশানুক্রমে অদ্যাপি ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতি সমূহের মন্ত্রগুরুরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। যথা, নরোত্তম ঠাকুরের বংশ, হলদা মহেশ-পুরে সুরানন্দ ঠাকুরের বংশ, শক্তিপুরে কালিয়া গোপালের বংশ, বসু রামানন্দের বংশ, ময়নাডালের মিত্র ঠাকুর বংশ। ইহারা এবং আরও বহু কায়স্থ গুরুবংশ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া ধর্ম্মজগতে কায়স্থের উচ্চাধিকার ঘোষণা করিতেছেন।

আধুনিক এই ইংরাজি সভ্যতার যুগেও কি ধর্ম্মক্ষেত্রে, কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি ব্যবহার ক্ষেত্রে, কি বিদ্বৎ সমাজে, বাণীর চির সেবক কায়স্থের সর্ব্বতোমুখী কৃতিত্ব দেদীপ্যমান। ইহারও কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা কে? কায়স্থ—যুগান্তরকারী চিন্তাপ্রবর্ত্তক অতিমানব (super man) শ্রীস্বামীবিবেকানন্দ। সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক বক্তা কে? কায়স্থ—রাম গোপাল ঘোষ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র-নৈতিক বাগ্মী কে? কায়স্থ—লাল মোহন ঘোষ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক কে? কায়স্থ—অক্ষয় কুমার দত্ত, কালী প্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, প্যারী চাঁদ মিত্র। সর্ব্ব প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক কাব্যরচয়িতা কে? কায়স্থ—কবি সম্রাট মধুসূদন দত্ত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক কে? কায়স্থ—রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও নাট্যাচার্য্য কে? কায়স্থ—দীন বন্ধু মিত্র এবং গিরীশচন্দ্র ঘোষ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কে? কায়স্থ—আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ (Jurist) কে? কায়স্থ—রাস বিহারী ঘোষ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদ পত্র পরিচালক (Journalist) কে? কায়স্থ—*শিশির কুমার ঘোষ। ব্রিটিশ মন্ত্রণা পরিষদে সম্রাটের* এক মাত্র ভারতবাসী সচিব (Minister) এবং এক মাত্র

ভারতবাসী প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তা (Governor) কে ? কায়স্থ—সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ (Lord Sinha), ভারতে বর্ত্তমান জাতীয়তা যজ্ঞের সর্ব্বপূজ্য প্রধান পুরোহিত কে ? —ঋষি অরবিন্দ ঘোষ। বঙ্গে বীর ও যোদ্ধা কাহারা ? কায়স্থ —(আদিশূর হইতে প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বহু বহু বীরের কথা ছাড়িয়া দিলেও) সিপাহী বিদ্রোহের কর্ণেল কানু ঘোষ, পূর্ণিয়ার শ্যাম সুন্দর, ব্রেজিলের কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, ভারতীয় যুদ্ধবিভাগে প্রথম ব্রিটিশ কমিশন (Kings commission) প্রাপ্ত সেনা নায়ক সত্যব্রত সিংহ রায়। কত নাম করিব ? এইরূপ সর্ব্বক্ষেত্রে কায়স্থ আপন বুদ্ধিবলে, বিদ্যা প্রভাবে, সাহসে, উদ্যমে, মস্তিষ্ক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহারা আমাদের সমগ্র দেশের ও জাতির গৌরব। ইহাদিগকে কতকগুলি বিকৃত দেশাচারের দোহাই দিয়া জাতীয় হিসাবে অপকৃষ্ট প্রমাণ করিতে যাওয়া আমাদের আর্য্যত্বে ধিক্। যাহাদিগকে লইয়া আমরা গৌরব করি, তাহাদিগকেই একটা নিকৃষ্ট জাতি বলিতে গিয়া আমরা নিজেদেরই অপকৃষ্টতার পরিচয় দেই মাত্র। ইহাদিগকে বর্ণবাহ্য বা বেদবাহ্য বলিয়া তলায় ফেলিলে, আমাদের বাংলা দেশ আর্য্যদেশ বলিয়া মাথা তুলিবে কাহাকে লইয়া ?

কায়স্থকে উপযুক্ত স্থানে না বসাইলে আমরা ব্রাহ্মণ—দাঁড়াইব কাহাদের উপর ভর দিয়া? আমরা ব্রাহ্মণ কি এত দিন একটা শূদ্র জাতির সহিত মিলিয়া, একটা শূদ্র জাতির সাহায্যে, সহায়তায় বাংলা দেশকে বড় করিতে চেষ্টা করিতেছি? হে বঙ্গের দেশহিতৈষিগণ! হে সমাজ হিতৈষিগণ! স্বদেশকে গৌরবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত কর। ভিন্ন দেশীয়েরা আর যেন না বলে,—কেবল বাঙ্গলাই চতুর্ব্বর্ণ বর্জ্জিত, হীন দেশ। আপনারা বঙ্গের এই কলঙ্ক দুর করুন। বঙ্গে যদি ক্ষত্রিয় নাই থাকে, ক্ষত্রিয়বর্ণভূক্ত কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ের স্থান পূরণ করুক। বঙ্গের বণিক জাতি বৈশ্যের স্থান অধিকার করুক। ব্রাহ্মণ! তুমি এ কার্য্যে সহায় হইয়া, উঁহাদের উন্নতি সাধন করিয়া, নিজে আরও উন্নত হও। এই আমার নিবেদন।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ (প্রায় সকলে)।—উপাধ্যায় মহাশয়ের কথা আমাদের শিরোধার্য্য।

আনন্দশিরোমণি।—আমার সমস্ত সংশয় আজ দূর হইল। অগৌণে কায়স্থজাতির গায়ত্রীসহ উপবীত গ্রহণ কর্ত্তব্য। আমি এই স্থলেই উপনয়নের দিন স্থির করিয়া দিতেছি।

শশী।—আমি এই উপলক্ষে সত্যব্রত উপাধ্যায় মহাশয়কে

এবং অমল, অজয়, অনিল, অনল ও অজিৎ,—এই পঞ্চ কায়স্থ কুমারকে বিশেষ রূপে ধন্যবাদ দিতেছি। পল্লীর এই পাঁচটী বালকেরই প্রথম আত্মসম্মান জাগিয়াছিল। উঁহাদের আত্মসম্মান জাগরণের ফলে আমরাও আজ সম্মানিত ও জাগ্রত হইয়াছি।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

——:*:——

উপবীত গ্রহণ

যথা নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে পল্লীর বহু সম্ভ্রান্ত কায়স্থ সপুত্র উপবীত সংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বিজবর্ণ ভূক্ত হইলেন। তাঁহারা ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পবিত্র যজ্ঞসূত্রে শোভিত হইয়া যখন সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলিকে প্রণাম, এবং পরস্পর জ্যেষ্ঠ কণিষ্ঠ ক্রমে নমস্কার আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, তখন উপস্থিত যাবতীয় লোকের কণ্ঠ হইতে এক মহা জয়োল্লাসধ্বনি উত্থিত হইল, এবং সেই ধ্বনি যবনিকার অন্তরালস্থ দেবিগণের হুলুধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিল। কায়স্থ বালকগণ যখন কুমার-তপস্বী বেশে পূজনীয় উপাধ্যায় মহাশয়কে অবনত মস্তকে প্রণাম করিল, তখন তিনি আনন্দে অধীর হইয়া প্রত্যেককে তুলিয়া সস্নেহ আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক আলিঙ্গন দান করিলেন এবং বলিলেন :—

উপাধ্যায়।—কায়স্থ কুমারগণ, তোমরা আজ পিতা

মাতার, সমাজের তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিলে! তোমরা আজ দাস আখ্যা পদদলিত করিয়া দেববর্ম্মা পদবী লাভ করিলে। তোমাদের মাতা ভগিনীগণ—যাঁহারা আচারে ব্যবহারে প্রকৃতই দেবী তাঁহারা—আজ 'দাসী' আখ্যা ত্যাগ করিয়া 'দেবী' আখ্যা গ্রহণ করুন। আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের এই দ্বিজত্বপদ বংশানুক্রমে অক্ষুণ্ণ থাকুক। তোমরা আজ যে পবিত্র সূত্র অঙ্গে ধারণ করিলে, তাহা তোমাদের বাক্যে, মনে ও কার্য্যে সতত পবিত্রতার চিহ্ন স্বরূপ হউক। তোমাদের পবিত্র জীবন তোমাদের গৃহীত এই যজ্ঞসূত্রকে সতত সমর্থন করুক। তোমাদের সেই শূর, বীর, বেদবিদ্যাসম্পন্ন, পুণ্যকীর্ত্তি, পূজ্য পূর্ব্বপুরুষগণ চিরদিন ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম প্রচারে দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তাই বঙ্গের ইতিহাস ব্রাহ্মণ কায়স্থের কীর্ত্তিকলাপে পূর্ণ রহিয়াছে। তোমরাও এই উচ্চ আদর্শের নববলে বলীয়ান হইয়া সতত ব্রাহ্মণের সহায় হও। আইস কায়স্থ কুমারগণ! আবার আমাদের মিলিত চেষ্টায় হিন্দু ধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত হউক। ওঁ শান্তিঃ।

পরিশিষ্ট

(ক)

অসিনা রক্ষণং রাজ্যং মন্ত্রাদিস্থাপনায় চ।
উভৌ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মৌ চ ভূমৌ খ্যাতৌ ময়াকিল ॥

ক্ষত্র শব্দেন কায়ং স্যাৎ ইয়েতি স্থিতি বাচকঃ।
ততঃ ক্ষত্রিয় শব্দেন কায়স্থ ইতি বোধ্যতে ॥

শ্রুতাধ্যয়ণসম্পন্নং গণকং যোজয়েন্নৃপঃ।—ব্যাসবচন।
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন মিত্যুক্তৈর্গণকো দ্বিজাতিঃ।
তৎসহচার্য্যাল্লেখকোপি দ্বিজাতিঃ ॥—মিতাক্ষরা।

শূদ্রন্তু কারয়েদ্দাস্যং ক্রীতমক্রীত মেববা।
দাস্যায়ৈব সৃষ্টোহিসৌ ব্রাহ্মণস্য স্বয়ম্ভুবা ॥—মনু।

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভুত কায়স্থ সংজ্ঞকং।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্নাবৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকার্থং ধর্ম্মরাজ পুরে সদা।
স্থিতির্ভবতু তে বৎস! মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাং ॥

ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।
প্রজা সৃজস্ব ভো পুত্র ভূবিভার সমাহিতঃ॥—
ভবিষ্যপুরাণ

অনেক ব্যবহারস্থা ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্র বৈ।
তেষাংউত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থঃ অক্ষর জীবকঃ॥

ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ।
কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিনৌ॥—
পদ্মপুরণ।

গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থঃ লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যোহি প্রতিহারশ্চ পাদজাঃ॥—শুক্রনীতি।

পরিশিষ্ট।

(খ)

Extract from the Judgment of Rai Abinash Chandra mittra, additional Subor dinate Judge, Patna, dated 9th octobor 1879 in case no 26 of 1879 :—

. The balance of authority is in favour of ChitraGuptavansi kayasthas being kshatriyas. The plaintiffi's father had sacred thread

on his person, he performed Homa after vedic form and kayasthas of the same class do perform it. These are prohibited to Sudras.*** From the evidence of the celebrated pundits examined in Benares, and from the Vedas and Dharma Shastras I come to the conclusion that the plaintffi's father was a kshatriya and not a Sudra ..It is found that many Rájputs who are admittedly kshatryas have no sacred thread and have given up the ceremonies which they were bound to observe, but still they are not less kshatriyas than their kinsmen who observe all these ceremonies.

Extract from the Judgment passed by Pandit Ban-si Dhar (a Brahman), munsiff of Telhar, dated 31st march 1881, in re Sita Ram plaintiff versus Sunder Lal Defendant :—

In Mitakshara (Achara Adhaya v 335) the kayasthas, according to the kayastha Ethnology,, are declared as writers & accountants.

The accountant was versed in sacred literature, which meant eminent in the study

of philosophy, grammer &c &c, and comprehending the vedas. The accountants probably belonged to the Dwija class. Now-a-days almost all the learned Pundits in India from Kashmir down to Cape Comorin, entertain the same view. The plaintiff has shown nothing to the contrary. Thus I think myself justified in holding that the kayasthas are to be classed among the twice born under the Hindu Law.

Extat from the Oudh Gazetteer (vol II, paye 374) compiled by C. W. Mac Min Esq C. S. under orders of Government :—

They (kayasthas) have now therefore been classed by these Pundits (Benares, Kashmir, Bengal & Bombay Pandits on a question having been referred to them by the Maharaja of Benares) as Chhattris, bearing the name of kayasthes & with the pen substituted for the sword, from a similarity of habits and customs and on some religious authority.

Extract from 'Brief View of caste system of Northwestern Provnices and Oudh' by John C. Nesfield M. A. (oxon). Inspector of schools :—

Kayasthas have from time inmemorial been allowed to wear the sacred cord, and many of them wear it still. The name of "Thakur" or Lord, which is by courtesy the title of chhattris, as Pandit or Maharaj is that of Brahmans, is not uncommon among men of the Kayastha caste. Local traditions are not wanting of Kayasthes who have won distinction as warriors and leaders of military bands.······It is not difficult to conceive that princes and the owners of landed estates generally would prefer to appoint thier own younger sons, or nephews, or any other near relatives to whom they have no land to give, but on whose honesty they could rely as thier estate managers and accountants, and that families or clans engaged in such work for several generations in succession, would gradually become detached from the parent caste and found a new one of their own.

———

Extract from the Principles of Hindu Law of Inheritance by Babu (afterwards Rai Bahadoor) Raj Kumar Sarvadhicary B. L. professor of Sanskrit, Canning collage, Lucknow :—

Do the Kayasthas of Bengal belong to any of the Superior Classes ? In several cases which came up before the Courts they were taken as sudras. The question, however, whether they belong to the Sudra class or not, raised in some of the cases, was not decided.

The question is a very important one and should be considered in all its bearings. The Kayasthas of Bengal indignantly deny that they are sudras and serveral learned treatises have been written to prove that they belong to the kshatriya class (see Ka'yastha Kaustabha by Raja Raj Narain Mitra Varma and Vyvastha. No 60 given by the Pandit of the Sadar Dewani Adalat, Agra dated 15th July 1861), &c &c.

——

Extract from Ethnoloy of India by Campbell :—

In Bengal the Kayasthas seem to rank next, or nearly next to the Brahmins and form an aristocratic class.

Extrxct from the Judgment of the Hon'ble Judges of the Calcutta High Court in case Rajkumar Lal versus Bisessor Lal (I. L. R. Cal) :—

There is a preponderence of authority to evince that the Kayasthas of Bengal, or of any other country, were Kshatriayas.

(The Judges however thought) that the whole question has been summed up in the following passage of Babu Shyama Charan Sarcar's Vyvastha Darpan :—

"But since several centuries past the Kayasthas, at least those of Bengal, have been degenerated and degraded to Sudradom by using after their proper names the surname Dasa, peculiar to the sudras, and gfving up their own which is Varma, but principally by omitting to perform the regenerate ceremony, Upanayana, hallowed by the Gayatri."

পরিশিষ্ট।

(গ)

পণ্ডিতগণ প্রদত্ত কয়েকটী ব্যবস্থা পত্র।

(মর্ম্মানুবাদ)

প্রথম ব্যবস্থা পত্র।

সর্ব্বপ্রথম, সন ১২৫৩ ইংরাজি ১৮৪৪ সালে আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ বাহাদুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত—নবদ্বীপ বিশ্বপুষ্করিনী নিবাসী শ্রীপীতাম্বর তর্কভূষণ প্রমুখ ৩০ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত :—

বঙ্গের চারিশ্রেণীর কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ। ক্রিয়াকর্ম্মো-পলক্ষে তাঁহারা নামশেষে ভ্রাতা, বর্ম্ম শব্দ এবং তাঁহাদের স্ত্রীগণ দেবী শব্দ ব্যবহার করিবেন।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা পত্র।

ইংরাজী ১৮৭৫ সালে প্রদত্ত—

মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায়

কৈলাশচন্দ্র শিরোমণি, প্রভৃতি কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবিড় ও বঙ্গদেশীয় ৯৫ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত :—

চিত্রগুপ্ত বংশীয় কায়স্থগণ সকলেই ক্ষত্রিয় সন্তান ইত্যাদি প্রমাণসংযুক্ত বিস্তৃত ব্যবস্থা।

তৃতীয় ব্যবস্থা পত্র।

ইংরাজী ১৯০৩ সালে বঙ্গদেশের কায়স্থ সভার আহ্বানে কলিকাতায়। মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সর্ব্বভৌম প্রভৃতি ৩৭ জন ভট্টপল্লী প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণ প্রদত্ত।

চতুর্থ ব্যবস্থা পত্র।

কাশীর মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাশচন্দ্র শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীসুধাকর শাস্ত্রী, স্বামী রাম মিশ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি [illegible] জন অধ্যাপকের স্বাক্ষরিত :—

বঙ্গের চারি শ্রেণীর কায়স্থগণ বহু পুরুষ সাবিত্রী বর্জ্জিত হওয়ায় ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, এক্ষণ তাঁহারা যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপবীত গ্রহণে অধিকারী হইবেন।